POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড
2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
27

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 6 ই জুলাই , 2017 6 ওফা ,1396 হিজরী শামসী 11 শওয়াল 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

ন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁহার সহিত মিলন সাধন করে না।

তোমরা সাবধান হও এবং খোদা তা'লার শিক্ষা ও কুরআনের হেদায়াতের বিরুদ্ধে এক পাও অগ্রসর হইও না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁহার সহিত মিলন সাধন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া খোদার আদেশ লঙ্ঘন করে সে কখনও বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারে না।

সুতরাং তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাক যেন কুরআন শরীফের এক বিন্দু-বিষর্গও তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় এবং সেই জন্য যেন তোমরা ধৃত না হও। কেননা বিন্দু পরিমাণ অন্যায়ও দণ্ডনীয়। সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত, দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। যাহা কিছু উপস্থিত করিতে হইবে তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়া লও যেন কোন কিছু থাকিয়া না যায় এবং ক্ষতির কারণ না হয়, অথবা সকল কিছু পচা বা অচল বলিয়া শাহী দরবারে পেশ করিবার উপযোগী না হয়।

............সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং খোদা তা'লার শিক্ষা ও কুরআনের হেদায়াতের বিরুদ্ধে এক পাও অগ্রসর হইও না। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সব গ্রন্থই ইহার প্রতিচ্ছবি ছিল।

সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে অতি গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই। কেননা, যেমন খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে- اَلۡخَیۡرُ کُلُّہٗ فِی الۡقُرۡاٰنِ অর্থাৎ "সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফে নিহিত আছে", একথাই সত্য। পরিতাপ সেই লোকদের জন্য, যাহারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়! কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস। তোমাদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নাই, যাহা কুরআন শরীফে পাওয়া যায় না। 'কেয়ামতের' দিবসে কুরআন শরীফই তোমাদের 'ঈমানের' সত্যাসত্যের মানদন্ড হইবে। কুরআন শরীফ ব্যতীত আকাশের নীচে অন্য কোন গ্রন্থ নাই যাহা কুরআন শরীফে সাহায্য গ্রহণ করিয়া তোমাদিগকে 'হেদায়াত' দান করিতে পারে। খোদা তা'লা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। এই হেদায়াত ও নেয়ামত তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে, তাহা যদি ইহুদীদিগকে তওরাতের বদলে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের কোন কোন ফেরকা কেয়ামতের অস্বীকারকারী হইত না। সুতরাং তোমরা এই নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত। ইহা এক মহা সম্পদ। যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত তাহা হইলে দুনিয়া এক অপবিত্র মাংসপিণ্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত। কুরআন শরীফ এমন একখানা গ্রন্থ, যাহার তুলনায় সকল হেদায়তই তুচ্ছ।

..........যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। কুরআন শরীফ ব্যতীত অন্য কোন্ শাস্ত্র সর্ব প্রথমেই পাঠককে এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছে এবং এই আশ্বাস দিয়াছে যে- اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ

অর্থাৎ 'আমাদিগকে সেই পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর যাহা পূর্ববর্তীগণকে প্রদর্শন করা হইয়াছে। যাঁহারর নবী-রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্ ছিলেন। (সুরা ফাতেহা, আয়াত: ৬-৭)

খোদা তা'লা তোমাদিগকে ওহী-ইলহাম, (ঐশী-বাণী) মোকালেমা ও মোখাতেবা (খোদার সহিত বাক্যালাপ)-এর নেয়ামত হইতে বঞ্চিত রাখিবেন না। তিনি পূর্ববর্তী উম্মতকে যে সকল নেয়ামত দান করিয়াছিলেন তাহা সবই তিনি তোমাদিগকে দান করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ধৃষ্টতাপূর্বক খোদা তা'লার উপর মিথ্যা আরোপ করিয়া বলিবে যে, তিনি তাহার প্রতি ওহী নাযেল করিয়াছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতি কোন নাযেল হয় নাই, অথবা বলিবে যে, খোদা তা'লার সাথে সে বাক্যালাপের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে অথচ সে তাহা লাভ করে নাই। আমি তদ্রূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে খোদা তা'লা ও তাঁহার ফেরেশতাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি-সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কারণ সে আপন স্রষ্টার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে, তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে এবং অত্যন্ত দঃসাহস ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং তোমরা এই পরিণতিকে ভয় কর। ধিক্ সেই সকল ব্যক্তিকে

এরপর এগারোর পাতায়.......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ইসলাম, খেলাফত ও গণতন্ত্র

(প্রথম কিস্তি)

ইসলাম কি উদার গণতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ? একটি রাজনৈতিক সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে শারিয়া আইনকে কি দেশীয় আইনে রূপায়িত করা যেতে পারে ? বিগত কয়েক বছর এই প্রশ্নগুলিই ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠছে । পশ্চিমা দেশ গুলিতে জনগণের মনে প্রশ্ন জাগে যে, মুসলমানরা কি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের বিষয়ে এবং বিবিধতাপূর্ণ সমাজে বসবাসের জন্য যোগ্য? এবং ইসলাম ধর্ম কি নিজ অনুসারীদের এমন এক সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুমতি দেয়, যেখানে সমস্ত ধর্মের সমস্ত মানুষ স্বাগত? সাম্প্রতিক "খিলাফতের স্বপ্ন" নামক একটি প্রবন্ধে, লেখক বর্ণনা করেছেন।"এই বিষয়টি নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামের এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা তাকে সম্পূর্ণ উদার গণতান্ত্রিক ধারার সাথে সমন্বয় সৃষ্টি করার কাজটিকে কঠিন করে তোলে।"

ভিন্ন বাক্যে প্রচুর সংখ্যক লোক বিশ্বাস করে যে, ইসলাম,অর্থাৎ মুসলমানরা ধর্মনিরপেক্ষীয় অধিকার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও বিবিধতাকে সমর্থন করতে পারে না। প্রবন্ধটি প্রশ্ন তুলেছে, ইসলাম ও ইসলামী খিলাফত ধর্ম নিরপেক্ষ উদার গণতন্ত্রের (রাষ্ট্র সমূহে) দ্বারা অনুশীলিত অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে কি ?

এটি একটি অভিযোগ, যার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। যেরূপ *Economist* উল্লেখ করেছে, ইসলামের নিন্দুকরা এমন এক অভিযোগ হেনেছে যে, মুসলিমদের খিলাফতকে পুনরুজ্জীবিত করার বাসনার মধ্যে নিশ্চয় কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিহিত আছে। তারা মনে করে খলীফা হল "ধর্মীয় সহ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কোন অধিষ্ঠান, যা সারা মুসলিম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং যাকে তারা এক আদর্শ ও সুসংহত শাসন ব্যবস্থা রূপে বিবেচনা করে।

যদি প্রকৃত তত্ত্ব এটাই হয় তবে উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেখানে কতৃত্ব জনগণের মধ্যে থেকেই ধর্মনিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি হয়, সেটা সর্বদাই বড় জোর একটি আপোস বলে বিবেচিত হবে।

তাদের জন্য আরও একটি বিষয় হল, লিঙ্গ সমতা এবং শাস্তি দানের অনুপাতের বিষয়ে উদার চিন্তা ধারার সঙ্গে ইসলামিক অপরাধ দমন মূলক ও পারিবারিক আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া এবং তাদের এমন এক ধারণার জন্মনেয় যে, মুসলিমরা তাদের শরিয়া আইন অমুসলিমদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইবে।

এই ধারণার বশবর্তী অনেক প্রশ্ন পুঞ্জিভূত হয়ে রয়েছে। প্রথমতঃ এই যে খিলাফতের গতি প্রকৃতি কিরূপ ? এটা কি রাজনৈতিক, না কি কেবলই আধ্যাত্মিক ? এবং ধর্ম নিরপেক্ষভাবে জনগণের দ্বারা শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত সরকারের বিষয়ে ইসলাম কি মতামত পোষণ করে ? পরিশেষে, ইসলামের অপরাধ দমন ও পারিবারিক আইন এবং উদার গণতান্ত্রিক অধিকার ও সাম্যের ধারণা বাস্তবে কিভাবে সমান্তরালরূপে অবস্থান করতে পারে ?

এই প্রশ্নগুলি কুরান, হাদিস এবং সুন্নত কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। বস্তুতঃপক্ষে খিলাফত কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়, এটি যথার্থই একটি আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা। আর ইসলাম কেবল বাধা প্রদানই করে না বরং এমন এক প্রশাসন যা জনগণের মধ্য থেকে ধর্মনিরপেক্ষীয়ভাবে উঠে আসে, তার সমর্থন করে। পরিশেষে, ইসলাম একজনের ধর্মীয় বিশ্বাসকে যা অন্যেরা গ্রহণ করতে চায় না জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে নিষেধ করেছে।

খিলাফত রাজনৈতিক না আধ্যাত্মিক:-

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি হল খিলাফতের প্রকৃত গতিপ্রকৃতি কিরূপ হবে। অনেক মুসলিম এবং সমরূপে অমুসলিমরাও খিলাফতকে কেবল একটি আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা হিসেবেই দেখেন না বরং এটিকে একটি রাজনৈতিক কর্মরূপে বিবেচনা করে। যাইহোক এটি খিলাফত সম্পর্কে একটি ভ্রান্তধারণা, যা ইসলামিক খিলাফতের প্রকৃত অর্থ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও পরিচয়ের অপ্রতুলতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রশ্ন হল, খলীফা কে ? আরবী ভাষায় **'খলীফা'** শব্দের অর্থ স্থলাভিষিক্ত, উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি। ভিন্ন বাক্যে খলীফা হলেন খোদাতা'লা কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তি, যিনি খোদার কোন নবীর মিশন (লক্ষ্য)-কে অব্যাহত রাখতে তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে স্থলাভিষিক্ত হন।

সারা বিশ্বের অনেক মুসলিম সংগঠন গুলির নিজেদের শক্তি ও প্রচেষ্টায় ইসলামিক খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করার বর্তমান পরীক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ঘটনা থেকে এটি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান।

পরবর্তী প্রশ্ন হল এই মিশন কি ? এটা রাজনৈতিক ? না কি আধ্যাত্মিক ? আল্লাহর নবীগণ কোন দেশ বা ভূখন্ড ও অঞ্চলকে জয় করার উদ্দেশ্যে বা কোন সরকার গড়তে আগমন করেন না বরং তারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহতা'লার উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করতে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনা বোধকে জাগ্রত করতে আবির্ভূত হন। পবিত্র কুরআন মজীদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে নবীর আগমনের উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করেছে।

"(এ উদ্দেশ্যে) এভাবেই আমরা তোমাদের মাঝ থেকে তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় এবং তোমাদের পবিত্র করে, তোমাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা শেখায় এবং তোমরা যা জানতে না তা তোমাদের শেখায়।"

(সূরা বাকরা, আয়াত-১৫২)

একজন নবীর এবং অনুরূপে তাদের খলিফাদের উদ্দেশ্য হল, খোদাতা'লার নিদর্শনাবলীকে বর্ণনা করা, মানুষকে পবিত্র করা ও তাদের সংস্কার করা, তাদেরকে ধর্মের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া এবং প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম জ্ঞান তাদের মজ্জাগত করে দেওয়া। এইরূপে তাদের মাঝে নৈতিক চেতনাবোধ সৃষ্টি করা। এই সকল কর্ম সম্পাদন করতে খলীফার কোন প্রাদেশিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না, ঠিক যেরূপে লক্ষ কোটি ক্যাথলিকদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পোপের কোন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। অপরপক্ষে, কেউ হয়তো আপত্তি করতে পারে যে, এটা খলীফাকে রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে বাধা দেয় না- আর প্রশ্ন হল এই যে, খলীফার জন্য রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ থাকা কি আবশ্যক ? কুরআন মজীদ গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে এটা প্রতিভাত হয় যে, আবশ্যিক নয়। আর যাই হোক যীশু ও একজন নবী ছিলেন, কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতা তার হাতে ছিলনা। প্রাথমিক যুগে মক্কায়, আঁ হযরত (সাঃ) যদিও মুসলমানদের আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন, তথাপি তিনি (সাঃ) রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করার কোনো চেষ্টা করেন নি। এছাড়াও, হযরত আলি (রাঃ) এর যুগেও রাজনৈতিক ক্ষমতা আমির মোয়াবিয়ার অধীনে ছিল, যদিও হযরত আলি (রাঃ) সমস্ত মুসলমানদের আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন। এমন অনেক প্রমাণ আছে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরোদস্তর খলীফার হাতে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও, এবিষয়ে চিন্তার উদ্রেক হয় যে, যদিও খিলাফতের অধীনে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন নেই তথাপি স্বয়ং মুসলিমরাই এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে থাকে যে, একচেটিয়া ক্ষমতা খিলাফতের অধীনেই থাকা উচিৎ। ইসলামের বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট হবে যে, উদার গণতন্ত্র কেবল গ্রহণযোগ্যই নয়, বস্তুতঃ এটিকেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ইসলাম, গণতন্ত্র ও উদার নীতি:-

গণতন্ত্রঃ- প্রশাসন ও রাষ্ট্র শাসন কার্য সম্পর্কে ইসলামের অভিমত কি ? প্রথমতঃ ইসলাম গণতন্ত্রের বৃহত্তর পরিসরকে সমর্থন করে- অর্থাৎ জনসাধারণ যে প্রদেশে বসবাস করে, তার পরিচালনার বিষয়ে তাদের মতামতের অধিকার থাকা উচিৎ।

"নিজেদের কাজ পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করে।"

(সূরা শূরা, আয়াত-৩৯)

এখানে একে অপরের সাথে পরামর্শ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর এটাই কি গণতন্ত্রের মূল কথা নয় ? বস্তুতঃ, ভোট গ্রহণ এই পরামর্শ গ্রহণের একটি রূপ। এছাড়াও কোনো প্রদেশের জন্য ইসলাম দুটি মুখ্য পথ নির্দেশনা দিয়ে রেখেছে। প্রথমত, ইসলাম জনগণকে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেয়।

এরপর বারোর পাতায়....

জুমআর খুতবা

মুসলমান আলেমদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এবং বাণীর গভীরতা না বোঝার কারণে শুধু বাহ্যিক এবং অগভীর তফসীর ও ব্যাখ্যার কারণে মুসলমানদের অধিকাংশ এ কথা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না যে, খিলাফত ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? এছাড়া মুসলমানদের মাঝে একটি বড় শ্রেণী এমনও আছে, যারা বলে, কোন প্রকার খিলাফতের প্রয়োজন নেই। আর যে, যে ফির্কার সাথে সম্পর্ক রাখে, তার সেই ফির্কাকেও অনুসরণ করা উচিত আর এটিই যথেষ্ট। কেননা, পৃথিবীর মানুষের সামনে আজ মুসলমানদের যে অবস্থা আর যেভাবে ইসলাম দুর্নাম হচ্ছে তাতে যে যেভাবে আছে তার সেভাবেই থাকা উচিত। তারা নিজেদের মান্যকারীদের এবং অনুকরণকারীদের এ শিক্ষাই দেবে যে, কোন একটি খিলাফত সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌঁছানোর প্রয়োজন নেই। এ কথা থেকে বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থ এবং দলাদলি মুসলিম উম্মার বৃহত্তর স্বার্থ এবং এক হাতে একত্রিত হওয়া থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অপরদিকে কিছু এমন মানুষও আছে, যারা জাগতিক ক্ষমতার বলে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের মতে, খিলাফত কোন এক বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত হবে। এমন মানুষ খোদা তা'লার এই স্পষ্ট বাণীকে বুঝে না যে, ঈমান এবং সৎকর্মের সাথে এই প্রতিশ্রুতি শর্তযুক্ত। আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা হওয়ার সাথে এটি শর্তযুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলো ইসলামী বিশ্বকে দুর্বল করার জন্য এমন সব সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে এবং তাদেরকে সাহায্য করা আরম্ভ করেছে, যারা খিলাফতের নামে নিজেদের সংগঠিত করছে। কিন্তু কিছুকাল তারা জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধি করে এবং পরে জাগতিক প্রভূদের সাহায্য বন্ধ হওয়ার কারণে বা তাদের লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ার ফলে এই সমস্ত খিলাফতের অবসান ঘটেছে।

সম্প্রতি ম্যানচেষ্টারে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, বিনা কারণে ২২/২৩ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, যাদের মাঝে নিষ্পাপ শিশুও রয়েছে। এটি খুবই নিষ্ঠুর ও বর্বরতাপূর্ণ একটি কাজ। কোন ভাবেই একে ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে না। এমন নিষ্ঠুর এবং নির্দয় ঘটনা দেখে আমরা ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠি। এ সব নিহত মানুষগুলির প্রতি আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য দিন। আর এই অত্যাচারীদের হাতকে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিহত করুন, যারা ইসলামের নামে এবং খিলাফতের নামে এমন অপকর্ম করে চলেছে।

খিলাফত জাগতিক বাহুবলে বা বুদ্ধির জোরে অর্জন করা সম্ভব নয় এবং নাম সর্বস্ব আলেমদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে অনুবন্ধ মঞ্জুর করলেও নয়। যেমন– কয়েক বছর পূর্বে মুসলমানরা সমবেত হয়ে খলীফা নির্বাচনেরচেষ্টাও করেছে- কিন্তু এভাবে তা সম্ভব নয়।

খিলাফত ব্যবস্থা ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় পরিবর্তনেরই ব্যবস্থাপনা, যা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যেম ধর্মের দৃঢ়তার কারণ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। এর সম্পর্ক সেই খিলাফতের সাথে, যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের উল্লেখিত ও নির্দেশিত রীতি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন। সূরা জুমুআ-তে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ (সূরা জুমুআ: ০৪) এদেরই দ্বিতীয় জামা'তের প্রতিও তিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনো এদের সাথে মিলিত হয় নি।

বর্তমানে পৃথিবীতে ঈমান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মহানবী (সা.) -এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা ছাড়া আর কে করছে? যারা প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে ইসলামের বাণী পৃথিবীতে প্রচার করছে। হৃদয়ে ঈমান প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। কুফর ও নাস্তিকতার এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের এটিই কাজ, যে কাজ আমাদের করা উচিত আর আমরা করেও চলেছি।

তাই বিপদাপদও আসবে, পরীক্ষাও আসবে, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় হবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের, ইনশাআল্লাহ। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রবর্তিত ব্যবস্থাই সেই প্রকৃত ব্যবস্থা যার সাথে উন্নতি সম্পৃক্ত, পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তাও জড়িত। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিজয় সারা পৃথিবীতে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৬ শে মে , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২৬ হিজরত, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

এরপর বলেন, এ আয়াতের অনুবাদ হল-"তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী।" (সূরা আন্ নূর: ৫৬)

এই আয়াতের বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট যে, মুসলমানদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, ইসলামে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তবে হ্যাঁ! রসূলে করীম (সা.)-এর একটি উক্তি অনুসারে মুসলমানদের কর্ম এবং ঈমানের কারণে এক সময় সীমার পর মুসলমানদের মধ্য থেকে এই নেয়ামত প্রত্যাহার করা হবে। কিন্তু একই সাথে বলা হয়েছে, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ও সৎকর্ম শীল এবং খোদার শেষ ও পরিপূর্ণ ধর্মের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে,

তাদের মাঝে এই ব্যবস্থাপনা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। নবুয়্যতের পদ্ধতিতে পুনরায় পৃথিবীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৫)

মুসলমান আলেমদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এবং বাণীর গভীরতা না বোঝার কারণে শুধু বাহ্যিক এবং অগভীর তফসীর ও ব্যাখ্যার কারণে মুসলমানদের অধিকাংশ এ কথা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না যে, খিলাফত ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? এছাড়া মুসলমানদের মাঝে একটি বড় শ্রেণী এমনও আছে, যারা বলে, কোন প্রকার খিলাফতের প্রয়োজন নেই। আর যে, যে ফির্কার সাথে সম্পর্ক রাখে, তার সেই ফির্কাকেও অনুসরণ করা উচিত আর এটিই যথেষ্ট। কেননা, পৃথিবীর মানুষের সামনে আজ মুসলমানদের যে অবস্থা আর যেভাবে ইসলাম দুর্নাম হচ্ছে তাতে যে যেভাবে আছে তার সেভাবেই থাকা উচিত।

পাশ্চাত্যে বসবাসকারী এক মসজিদের ইমাম, যিনি একটি প্রতিষ্ঠানও চালাতেন এবং মৌলভী সাহেব বাহ্যত ধর্মের জ্ঞানও রাখতেন, আহমদীদের সাথে তার সম্পর্ক ভালো, আহমদীদেরকে তিনি মন্দ মনে করেন না, তিনি বলেন, আমি যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্ক রাখি, তাদের পূর্ববর্তী বা প্রবীণরা একথাই বলেছেন যে, কারো ধর্ম সম্পর্কে কটাক্ষ করো না এবং নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করো না। এখন যারা বা যে সব আলেমের এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তারা নিজেদের মান্যকারীদের এবং অনুকরণকারীদের এ শিক্ষাই দেবে যে, কোন একটি খিলাফত সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌঁছানোর প্রয়োজন নেই। এ কথা থেকে বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থ এবং দলাদলি মুসলিম উম্মার বৃহত্তর স্বার্থ এবং এক হাতে একত্রিত হওয়া থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, কুরআনী শিক্ষাকে যদি মানুষ না বোঝে এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ সম্পর্কে যদি প্রণিধান না করে, তাহলে এমনটিই হওয়াই স্বাভাবিক। মুসলমানদের, বরং বলা যায় যে, মুসলমান আলেমদের জ্ঞানের স্বল্পতা এবং অজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন-

“কেউ কেউ আয়াত وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (সূরা আন নূর: ৫৬) এর সর্বজনস্বীকৃত অর্থকে অস্বীকার করে বলে যে, ‘মিনকুম’ বলতে কেবল সাহাবীদেরকেই বোঝায়। আর তাদের যুগেই খিলাফতে রাশেদার অবসান ঘটেছে। (সাহাবীদের যুগ পর্যন্তই খিলাফতে রাশেদা সীমাবদ্ধ ছিল) । (এদের মতে) কিয়ামত পর্যন্ত, ইসলামে এই খিলাফতের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না, যেন একটি স্বপ্ন এবং অলীক ধারণার ন্যায় এই খিলাফতের কাল হল, কেবল ত্রিশ বছর। আর চিরতরে ইসলাম দুর্ভাগ্যের কবলে নিপতিত। নাউযুবিল্লাহ্। আমি জিজ্ঞেস করেত চাই, কোন পুণ্যবান মানুষ কি এমন মতামত ব্যক্ত করতে পারে যে, হযরত মূসা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে তিনি বিশ্বাস করেন যে, তার শরিয়তের কল্যাণরাজি খিলাফতে রাশেদার যুগ পর্যন্ত চৌদ্দশত বছর যাবৎ বিস্তৃত ছিল কিন্তু যে নবী সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং শ্রেষ্ঠ নবী, যার শরিয়তের আঁচল কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত, তাঁর কল্যাণরাজি তাঁর যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ আর খোদা তা'লা পছন্দ করেন নি যে, কিছুকাল তাঁর (সা.) কল্যাণরাজির নিদর্শন, তাঁর আধ্যত্মিক খলীফাদের মাধ্যমে প্রকাশিত হোক? এ সব কথা শুনে আমার শরীর কেঁপে উঠে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, সে সমস্ত মানুষও মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়, যারা ধূর্ততা ও ধৃষ্টতা বশত এমন অবমাননাকর কথা-বার্তা বলে বসে, যেন ইসলামের কল্যাণরাজি ভবিষ্যতে আর দেখা যাবে না, বরং দীর্ঘকাল পূর্বেই সেগুলোর অবসান ঘটেছে।”

(শাহাদাতুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩০)

এক স্থানে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, যদি কেবল ৩০ বছরই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকত এবং এরপর কিছুই না পাওয়ার থাকত আর ইসলামের পুরো সময়কাল যদি এটিই হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) কে-ই আরো ত্রিশ বছর জীবন দিতে পারতেন। ৯৩ বছরের জীবন অসাধারণ কোন আয়ুষ্কাল নয়। সেক্ষেত্রে খিলাফতের প্রয়োজনই বা কি ছিল? (শাহাদাতুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৪ থেকে সংকলিত)

সুতরাং, এমন মানুষও আছে, যারা এমন দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। এরাই তেমন মানুষ, যাদের কিছুটা বিস্তারিত চিত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অঙ্কন করেছেন।

অপরদিকে কিছু এমন মানুষও আছে, যারা জাগতিক ক্ষমতার বলে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের মতে, খিলাফত কোন এক বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত হবে। এমন মানুষ খোদা তা'লার এই স্পষ্ট বাণীকে বুঝে না যে, ঈমান এবং সৎকর্মের সাথে এই প্রতিশ্রুতি শর্তযুক্ত। আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা হওয়ার সাথে এটি শর্তযুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলো ইসলামী বিশ্বকে দুর্বল করার জন্য এমন সব সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে এবং তাদেরকে সাহায্য করা আরম্ভ করেছে, যারা খিলাফতের নামে নিজেদের সংগঠিত করছে। কিন্তু কিছুকাল তারা জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধি করে এবং পরে জাগতিক প্রভূদের সাহায্য বন্ধ হওয়ার কারণে বা তাদের লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ার ফলে এই সমস্ত খিলাফতের অবসান ঘটেছে।

তিন বছর পূর্বে আয়ারল্যান্ডে আমাকে এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করে যে, ইসলামী বিশ্বে এই যে খিলাফতের যুগ আরম্ভ হয়েছে, এর বাস্তবতা কী? এটি কি প্রসার লাভ করবে? এর পক্ষ থেকে কি তোমাদের খিলাফতের জন্য কি কোন বিপদ রয়েছে? এর উত্তরে আমি বলেছিলাম, এটি খিলাফত নয়, এটি উগ্রপন্থীদের একটি দল, পূর্ববর্তী দলগুলোর মত। এর পরিণামও তাই হবে, যা অন্যান্য চরমপন্থী দলগুলোর হয়েছে। যতদিন তাদের জাগতিক প্রভূ সন্তুষ্ট থাকবে, এরা তাদের কাজ চালিয়ে যাবে। আর যখনই তারা সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেবে, এরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে। এরা কিভাবে ধর্মকে দৃঢ়তা দিতে পারে আর এরা কি-ই বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে? হ্যাঁ! বিশ্বে র মানুষ এটি দেখেছে যে, ইসলামী বিশ্বের শান্তিকে এরা ধ্বংস করেছে। ইসলাম বিরোধী অপশক্তিগুলোর ইসলামী বিশ্বকে দুর্বল করার একটি চক্রান্ত ছিল, যা তারা বাস্তবায়ন করেছে। আর মুসলমান দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরাও এর সাথে জড়িত, যারা নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য নিজেদের প্রজাদের হত্যা করেছে। আর আজ পর্যন্ত শান্তির পরিবর্তে মুসলমান মুসলমানের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে আছে। আর অমুসলিম বিশ্বের শান্তিকেও এরাই পদদলিত করছে। এর কারণ যাই হোক না কেন। একজন ব্যথিত হৃদয়ের মুসলমান যখন দেখে যে, পৃথিবীতে নিরীহ লোকদের হত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞের পিছনে হাত রয়েছে কোন মুসলমানের, তখন হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠে।

সম্প্রতি ম্যানচেষ্টারে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, বিনা কারণে ২২/২৩ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, যাদের মাঝে নিষ্পাপ শিশুও রয়েছে। এটি খুবই নিষ্ঠুর ও বর্বরতাপূর্ণ একটি কাজ। কোন ভাবেই একে ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে না। এমন নিষ্ঠুর এবং নির্দয় ঘটনা দেখে আমরা ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠি। এ সব নিহত মানুষগুলির প্রতি আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য দিন। আর এই অত্যাচারীদের হাতকে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিহত করুন, যারা ইসলামের নামে এবং খিলাফতের নামে এমন অপকর্ম করে চলেছে।

অনুরূপভাবে, পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলমান দেশে যে সমস্ত হত্যা, রক্তপাত, বর্বরতা ও অত্যাচার চলছে, এগুলো ধর্ম থেকে বিচ্যুতি এবং খোদার আদেশকে না মেনে চলারই পরিণাম। ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী এই কাজগুলো আর এই অন্যায় করা হচ্ছে ইসলামের নামে। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন মুসলমান সরকার বিধর্মী সরকারের সাহায্য নিয়ে মুসলমানদের উপর বোমা হামলা করে বা নির্বিচারে হত্যা এবং রক্তপাত ঘটিয়ে যে সমস্ত যুলুম ও অন্যায় করে চলেছে এদের সবার জন্য আমরা আহমদীরাই সব থেকে বেশি বেদনা অনুভব করি, যারা ইসলামী শিক্ষাকে অনুধাবন করেছি আর যারা ইসলামের প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও শান্তির শিক্ষাকে বুঝেছি, যারা খিলাফত রূপী ঢালের ছায়ায় ভীতিকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত হতে দেখেছি, আমরাই এটি সবচেয়ে বেশি অনুভব করার সামর্থ্য রাখি। এ যুগে কুরআনী শিক্ষা বুঝে, অনুধাবন করে আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশাবলীর মর্ম এবং তত্ত্ব বুঝে খাতামুল খোলাফার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুবাদে আমরা আহমদীরাই শান্তি এবং নিরাপত্তার বিষয়টি বুঝি।

খিলাফত জাগতিক বাহুবলে বা বুদ্ধির জোরে অর্জন করা সম্ভব নয় এবং নাম সর্বস্ব আলেমদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে অনুবন্ধ মঞ্জুর করলেও নয়। যেমন– কয়েক বছর পূর্বে মুসলমানরা সমবেত হয়ে খলীফা নির্বাচনের চেষ্টাও করেছে- কিন্তু এভাবে তা সম্ভব নয়।

খিলাফত ব্যবস্থা ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় পরিবর্তনেরই ব্যবস্থাপনা, যা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম ধর্মের দৃঢ়তার কারণ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। এর সম্পর্ক সেই খিলাফতের সাথে, যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের উল্লেখিত ও নির্দেশিত রীতি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন। সূরা জুমুআ-তে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ (সূরা জুমুআ: ০৪) এদেরই দ্বিতীয় জামা'তের প্রতিও তিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনো এদের সাথে মিলিত হয় নি। এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবীদের বৈঠকে উপস্থিত একজন সাহাবী রসূলে করীম (সা.) কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা কারা? যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি এবং সাহাবীদের

পদমর্যাদা রাখে। মহানবী (সা.)-এর উত্তর দেন নি। সে ব্যক্তি তিনবার এ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন, তখন রসূলে করীম (সা.) হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বলেন, ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছেও পৌঁছে যায়, তবুও এদের মধ্যে থেকে কিছু লোক তা পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। (বুখারী, কিতাব তাফসীরুল কুরআন) 'আখারীন'-দের পদমর্যাদা সম্পর্কে একবার মহানবী (সা.) বলেছেন যে, আমার উম্মত অত্যন্ত আশিসমণ্ডিত একটি উম্মত। জানা নেই যে, এর প্রথম যুগ উত্তম নাকি শেষ যুগ। (কুনযুল আমাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভাগ-১২, পৃষ্ঠা: ৭১) অতএব, শেষ যুগের শ্রেষ্ঠত্বের সংবাদও মহানবী (সা.) দিয়েছেন।

এই শেষ যুগ এই সব আলেম এবং রাজা-বাদশাহ্‌দের অনুবর্তিতা করলে পূর্ববর্তীদের ন্যায় আশিস এবং কল্যাণের কারণ হবে কি? মোটেই নয়। এরা তো জগতের কীট, এই কল্যাণ সেই ব্যক্তিকে অনুসরণের ফলে লাভ হয়, যিনি ঈমানকে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন। বর্তমানে পৃথিবীতে ঈমান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মহানবী (সা.) -এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা ছাড়া আর কে করছে? যারা প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে ইসলামের বাণী পৃথিবীতে প্রচার করছে। হৃদয়ে ঈমান প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। কুফর ও নাস্তিকতার এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের এটিই কাজ, যে কাজ আমাদের করা উচিত আর আমরা করেও চলেছি। বহু ঘটনা এমন রয়েছে, যা আমার সাথে এবং অন্যান্যদের সাথেও ঘটে। শান্তি সম্মেলন বা পিস কনফারেন্স বা জলসার আয়োজন হয়। আমাদের জলসায় মানুষ আসে। আমরা যখন আমাদের বার্তা বা পয়গাম ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হিসেবে তুলে ধরি, তখন অমুসলিম এবং খ্রিষ্টান বিশ্ব বলে যে, এটিই সেই প্রকৃত বার্তা, এটিই সেই ইসলাম, যা আজ জগদ্বাসীর সামনে প্রচার করা প্রয়োজন। তোমরা যদি এই ইসলামের প্রচার ও প্রসার কর, তাহলে এটি গ্রহণের পথে কারো কোন বাধা নেই। অতএব, এ কাজ আমাদেরকে করে যেতে হবে। ধর্মের সংস্কার এবং ঈমান প্রতিষ্ঠার জন্য এ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্দী (আ.) -এর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে, যিনি 'খাতামুল খোলাফা' ছিলেন।

'আখারীন'-দের পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- এই আয়াতের সারকথা হল, খোদা সেই খোদা, যিনি এমন সময় রসূল প্রেরণ করেছেন, যখন মানুষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে ছিল রিক্তহস্ত। ধর্মের প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানুষের উৎকর্ষ সাধন হয় আর মানুষ জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারত, তা সম্পূর্ণ রূপে হারিয়ে গিয়েছিল" (মানুষ ধর্মকে পুরোপুরি ভুলে বসেছিল। ধর্মের যে প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা, তা সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষ ছিল। আর এটিকে পরম মার্গে উপনীত করার জন্য, ধর্মীয় জ্ঞানের প্রজ্ঞাকে পরম মার্গে পৌঁছানোর জন্য, মানব প্রকৃতির সংশোধনের জন্য এবং জ্ঞান ও কর্মগত অবস্থার উন্নয়নের একটি যুগ ছিল মহানবী (সা.)-এর যুগ, যে যুগে এ সব কথা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গিয়েছিল) " মানুষ ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল। অর্থাৎ, খোদা এবং তাঁর সঠিক পথ সিরাতে মুস্তাকীম থেকে যোজন যোজন দূরে ছিল। এমন সময় আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নিরক্ষর রসূলকে পাঠিয়েছেন আর সেই রসূল (সা.) তাদেরকে পবিত্র করেছেন, কিতাবের জ্ঞান এবং প্রজ্ঞায় তাদের সমৃদ্ধ করেছেন, কিতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তাদের পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, নিদর্শন ও মো'জেযার মাধ্যমে দৃঢ় বিশ্বাসের পরম মার্গে পৌঁছিয়েছেন। (নিদর্শন বা মো'জেযা দেখিয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় শক্তি এবং কুদরতের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। তাদের ঈমানে এত উন্নতি হয়েছে যে, তারা বিশ্বাসের দৃঢ় পর্যায়ে পৌঁছেন।) "খোদাকে চেনার জ্যোতিতে তাদের হৃদয় আলোকিত করা হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "আরো একটি জামা'ত রয়েছে, যারা শেষ যুগে আবির্ভূত হবে। তারাও প্রথমে ভ্রষ্টতার মাঝে থাকবে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং হিকমত থেকে দূরে থাকবে । খোদা তা'লা তাদেরকেও সাহাবীদের রং-এ রঙিন করবেন। অর্থাৎ, সাহাবীরা যা কিছু দেখেছেন, তা তাদেরকেও দেখানো হবে। তাদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বাস সাহাবীদের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস সদৃশ হবে।"

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা: ৩০৪)

অতএব, তিনি (আ.) যেখানে সাহাবীদের মাঝে সেই দৃঢ় বিশ্বাস ও ঈমান সৃষ্টি করেছেন, ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা লাভের জন্য যেখানে তারা কুরবানী দিয়েছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছেন, যা সর্বত্র অন্ধকার করে রেখেছিল। পৃথিবীতে ভ্রষ্টতা ছেয়ে ছিল। মানুষ ইসলামকে ভুলে বসেছিল। তিনি এসে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। এই সব সাহাবাগণ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যুক্ত হয়ে সেই আলো লাভ করেছেন, যা ধর্মের আলো ছিল। তারা বিভিন্ন নিদর্শন দেখেছেন, যার হাজার হাজার উল্লেখ আমাদের বই-পুস্তকে দেখা যায়। আজও অনেকে আছেন, যারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলো দেখেছেন। নিদর্শনাবলী দেখে আহমদীয়া জামা'তভূক্ত হচ্ছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের সম্পর্কে বলেছেন- "তারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দশনাবলী এবং নিত্যনতুন সমর্থনের কল্যাণে জ্যোতি ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হন, যেভাবে সাহাবীরা হয়েছেন। তারা খোদার পথে মানুষের হাসি-ঠাট্টা, তিরস্কার, অভিসম্পাত ও বিভিন্ন প্রকার মর্মপীড়া দায়ক কথাবার্তা, দুর্ব্যবহার এবং আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছেদের বেদনায় জর্জরিত হয়েছেন যেভাবে সাহাবীরা সেই বেদনা সহ্য করেছেন। "

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা: ৩০৬)

এ সব ঘটনা শুধু সেই যুগেই ঘটে নি বা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেই ঘটে নি, যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রেরিত হয়েছেন। বরং মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে তিনি (আ.) যেহেতু সমগ্র পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করার জন্য এসেছিলেন আর খোদার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য এসেছিলেন, তাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদেরকে কষ্ট এবং সমস্যায় জর্জরিত হতে হচ্ছে কিন্তু পরম ধৈর্য এবং অবিচলতার সাথে প্রতিটি কঠোরতার তারা মোকাবেলা করছেন।

আলজেরিয়ার দৃষ্টান্ত আজকাল আমাদের সামনে রয়েছে। এটি খুব পুরোনো বা দীর্ঘদিনের কোনো জামা'ত নয় বরং মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে আখারীনদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর আর খেলাফতের আনুগত্যের গণ্ডিভূক্ত হয়ে এদের ঈমান খোদা তা'লার ফজলে আকাশের উচ্চতাকে স্পর্শ করছে। তাদের বন্দিদের ঈমান এবং দৃঢ় বিশ্বাসের ধারণা একজন বন্দির পাঠানো এই পত্রের মাধ্যমে করতে পারি যা গতকালই আমি পেয়েছি। তিনি বলেন, "লক্ষ লক্ষ কৃতজ্ঞতা খোদা তা'লার প্রাপ্য যে, তিনি আমাদেরকে প্রকৃত ইসলামের নেয়ামতে ধন্য করেছেন, যা আমাদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করেছে। আমাদেরকে সীসা গলিত প্রাচীরে পরিণত করেছে। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরের হৃদয়ে ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। খলীফায়ে ওয়াক্তের হাতে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।" আমাকে সম্বোধন করে বলেন অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্‌কে যে, " হে আমার মান্যবর! আল্লাহ্ তা'লার পথে বন্দি দশা থেকে মুক্তি লাভের পর সারা দেশ থেকে এসে আহমদী ভাইয়েরা সাক্ষাৎ করছেন। খোদার বিশেষ সাহায্যের জন্য আনন্দিত এবং সন্তুষ্ট। (এক হল বন্দিদশা, কিন্তু খোদার যে নেয়ামতরাজি নাজিল হচ্ছে তার জন্য আনন্দও উদযাপন করছেন।) তারা সকলে আপনার কাছে ভালোবাসাপূর্ণ সালাম এবং দোয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। সত্যের নামকে সমুন্নত রাখতে এবং এর জন্য দোয়া অব্যাহত রাখতে সকলে বদ্ধপরিকর। (যতই প্রতিকূল অবস্থা আসুক না কেন, আমরা সত্য প্রসারের কাজ অব্যাহত রাখব। আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাওয়া অব্যাহত রাখব। দোয়া করতে থাকব।) তিনি আরো বলেন, এই পরীক্ষা আমাদেরকে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, ঐক্য, পারস্পারিক সহযোগিতা এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসায় আরো সমৃদ্ধ করেছে। এই পরীক্ষায় আপনার দোয়া গৃহিত হওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। খোদা তা'লার অনেক নিদর্শন দেখেছি যা আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস মসীহ্ মওউদের সত্তায় ঈমান এবং বিশ্বাসে আমাদেরকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।" তিনি বলেন- "খোদার করুণাবারী আলজেরিয়ার দূর্বল আহমদীদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। "

কিছুদিন পূর্বে কিছু বন্দি সেখানে মুক্তিও লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা অন্য বন্দিদের মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করুন। আরেকজন বন্দি লিখেন, "বন্দিকালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ প্রজ্ঞার অধিনে এই ব্যবস্থা নিয়েছেন যে, (অর্থাৎ আমাদেরকে যে বন্দি করা হয়েছে, যে শাস্তি পেয়েছি, যে মামলা হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে, এটি খোদার বিশেষ কোন প্রজ্ঞার অধিনে হয়েছে।) তাঁর কিছু নিদর্শন এবং বিস্ময়াবলী তিনি আমাদের জন্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন।" (তাই এই কঠোরতার মধ্য দিয়ে আমাদের অতিবাহিত করেছেন।) বিধি-নিষেধের বাইরে স্বাচ্ছন্দ্যের যুগে আমাদের অর্জিত সফলতাসমূহকেই বিজয় বলতে মনে করতাম। এবং মনে করতাম যে আমরা আল্লাহ্‌র চেহারা দেখেছি, তাঁর পথ সম্পর্কে আমরা অবহিত কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি যে, পূর্বে অনেক কম দেখেছি এখন তাঁর শক্তির প্রকৃত রূপ দেখেছি। বন্দি দশা আমাকে আদৌ বিচলিত করে নি। যেই বিষয়টি আমাকে বিচলিত করেছে তা হল, এই অনুভূতি যে, আমি খোদা এবং তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব পালন করি নি। তিনি আরো বলেন যে, বন্দি দশায় অনেক স্বপ্ন দেখেছি, যার ফলে গভীর প্রশান্তি লাভ হয়েছে। খলীফাতুল মসীহ্‌কে সম্বোধন করে বলেন যে, স্বপ্নে আপনার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। আপনার দোয়া আমাদের ঈমান এবং বিশ্বাসকে দৃঢ়তা প্রদান করত এবং আমাদেরকে কারাগারে প্রশান্তি দিত। আমাদের মুক্তি আপনার এবং জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যদের দোয়ারই ফসল। তিনি আরো লিখেন, আমার স্ত্রীর জন্যও দোয়া

করুন। তিনি অনেক ধৈর্য এবং অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন। (পরিবারের মধ্যে একমাত্র তার স্ত্রী-ই আহমদী। তার অন্যান্য আত্মীয়রা অ-আহমদী।) তিনি বন্দি হওয়ার পর তার স্ত্রীর পিতা মারা যান, ভাইয়েরা তাকে আহমদীয়াতের কারণে পরিত্যাগ করে। যখন হৈচৈ আরম্ভ হয়, ভাইয়েরাও বোনকে আহমদীয়াতের কারণে পরিত্যাগ করে। স্বামী পূর্বেই কারাগারে ছিলেন। এরপর তিনি বলেন, আমার বন্দি দশার সময় আমার ঘরের লোকদের থেকেও তিনি দূরে ছিলেন। তার ঘরের সদস্যরাও সকলে আহমদী নন, তাদের সাথেও তিনি ছিলেন না, কিন্তু নিষ্ঠাবতী আহমদী মহিলারা নিজেদের ভালোবাসার মাধ্যমে সেই শূন্যতা ভরে দিয়েছেন। এক পরিবারের মত হয়ে গেছেন, আপনজনরা পরিত্যাগ করেছে কিন্তু জামা'তে আহমদীয়ার সদস্যরা বুকে টেনে নিয়েছে তাকে। তো নর-নারীরা নিজ নিজ গণ্ডিতে ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং করছেন। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, তাদেরকেও কষ্ট দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীদেরকে, সমস্যার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর নিজের মান্যকারীদের সম্পর্কে বলছেন যে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, সমস্যার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যেমনটি কি-না সাহাবীদের অবস্থা ছিল। কিন্তু খোদা তা'লার কৃপায় আলজেরিয়ার এই ছোট্ট নতুন জামা'তটি পরীক্ষার যে যুগ অতিবাহিত করছে তাতে তারা অবিচল। তাদের আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ এই দু'টো পত্রের মাধ্যমেই ঘটে। এটিও লিখছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের প্রশান্তির ব্যবস্থা হয়েছে। বিরোধিরা ভয়-ভীতি সৃষ্টির জন্য ষড়যন্ত্র করত আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে এটি থেকে তাদের নিষ্কৃতি দান করে আন্তরিক প্রশান্তির ব্যবস্থা করেন। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে খোদা তা'লা আন্তরিক প্রশান্তির ব্যবস্থা করেন আহমদীদের জন্য। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও এবং সমষ্টিগতভাবেও সমস্যার যুগ আসে আর আল্লাহ্ নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে শান্তি, নিরাপত্তা এবং মানসিক প্রশান্তির ব্যবস্থা করেন। এটি কোন বিশেষ যুগ বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমি যেভাবে দৃষ্টান্ত দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা ঈমান আনয়নকারী এবং সৎকর্মশীলদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি ভীতি দুর করবেন কিন্তু একই সাথে তিনি বারবার মু'মিনদের দৃষ্টি এদিকেও আকর্ষণ করেন যে, তারা যেন আমার ইবাদতের দায়িত্বও পালন করে। এ দায়িত্ব যদি যথাযথভাবে পালিত হয় তাহলে ভীতির অবস্থা আসবে কিন্তু ভীতির সেই অবস্থা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এবং সমষ্টিগতভাবেও খেলাফতের সাথে যে সম্পর্ক থাকবে সে কারণে আর এই বরাতে আল্লাহ্‌র সাথে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে তার কল্যাণে, সেই অবস্থা শান্তি এবং নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করা হবে।

আলজেরিয়ার সেসব আহমদী যাদের কয়েক জন ছাড়া কেউ-ই খলীফাতুল মসীহ্‌কে কখনও দেখেন নি, কিন্তু ঈমানের দৃঢ়তার কারণে আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে তাদের মানসিক প্রশান্তির ব্যবস্থা নিচ্ছেন, যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর নৈকট্যভাজনদের আন্তরিকভাবে মানসিক প্রশান্তির উপকরণ তৈরী হচ্ছিল। জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাস দেখুন, প্রথম খেলাফতের যুগেও আল্লাহ্ তা'লা এই নিরাপত্তা এবং শান্তির ব্যবস্থা নিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে প্রবর্তিত খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে এমনটি হয়েছে। দ্বিতীয় খেলাফতের যুগেও কঠিন পরিস্থিতি দেখা দেয়, আল্লাহ্ তা'লা সেখানেও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় খেলাফতের যুগেও এমনটি হয়েছে, কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তদানীন্তন পাকিস্তানী সরকারের প্রধান বলেছে, আহমদীদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দিবে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা প্রাচুর্য দিয়েছেন। খেলাফতে রাবেয়ার যুগেও আল্লাহ্ তা'লা এই ব্যবস্থা করেছেন। আজও খোদা তা'লা একইভাবে ব্যবস্থা করে চলেছেন।

এটি কোন বিশেষ স্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় নয় বরং সেই সকল মু'মিনদের সাথে এটি সম্পর্ক যুক্ত যারা সত্যিকার খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, যা আল্লাহ্ তা'লা নিজেই সূচীত করেছেন। এইসব কিছু এজন্যই হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি ছিল যে, তাঁর তিরোধানের পর দ্বিতীয় 'কুদরত' অর্থাৎ খেলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা তাঁর মিশনকে পূর্ণতা দিবেন। ইসলামকে তিনি পুনরায় জয়যুক্ত করবেন। মান্যকারীদের প্রশান্তির ব্যবস্থা করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল ওসীয়্যত পুস্তিকায় এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ এবং খেলাফতের মাধ্যমে জামা'তের উন্নতি এবং অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকা সম্পর্কে বলেন যে, "হে আমার প্রিয়গণ! যেখানে আদি থেকে আল্লাহ্ তা'লার রীতি এটিই চলে আসছে যে, আল্লাহ্ তা'লা দু'টো কুদরত প্রদর্শন করেন যেন বিরোধীদের দু'টো মিথ্যা উল্লাসকে বিষাদে পর্যবসিত করে দেখাতে পারেন। তাই এখন সম্ভব নয় যে, খোদা তা'লা তাঁর আদি রীতি পরিত্যাগ করবেন। তাই এখন আমি আমার সেই কথা যা তোমাদের সামনে বর্ণনা করেছি, তা শুনে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ো না। তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয়। (সাহাবীদের তিনি আশ্বস্ত করছেন, পৃথিবী থেকে বিদায়ের সংবাদ দিচ্ছেন।) তিনি বলেন, তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক। এর আগমণ তোমাদের জন্য কল্যাণকর, কেননা তা চিরস্থায়ী। এর ধারা কিয়ামত পর্যন্ত কর্তিত হতে পারে না আর সেই দ্বিতীয় কুদরত তথা খেলাফত আসতে পারে না যতক্ষণ আমি না যাব। কিন্তু আমি যখন যাব আল্লাহ্ তা'লা তখন সেই দ্বিতীয় কুদরত তোমাদের জন্য প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেভাবে বারাহীনে আহমদীয়ায় খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর সেই প্রতিশ্রুতি আমার সত্তা সংক্রান্ত নয় বরং তোমাদের সাথে তা সম্পৃক্ত। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এই জামা'তকে যারা তোমার অনুসারী কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের উপর জয়যুক্ত রাখব। তাই আমার বিচ্ছেদের দিন আসা আবশ্যক, যেন এরপর সেই যুগ আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত যুগ। আমাদের খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী। তিনি সেই সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদিও এই দিনগুলো পৃথিবীর অন্তিমকাল, অনেক বিপদাপদ আসবে যা আসার সময় নিকটবর্তী। কিন্তু এই পৃথিবী ততদিন প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক যত দিন সেই সব কথা পূর্ণতা লাভ না করে যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত রূপে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরো কিছু ব্যক্তিবর্গ হবেন যারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল হবেন। তাই খোদার দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ খেলাফতের আগমণের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়ায় রত থাক যেন দ্বিতীয় কুদরত আকাশ থেকে নাযেল হয় এবং তোমাদেরকে দেখাতে পারেন যে, তোমাদের খোদা সর্বশক্তিমান খোদা। মৃত্যুকে নিকটবর্তী জ্ঞান কর, তোমরা জান না, সেই মুহূর্ত কখন আসবে।"

(আল-ওসীয়ত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ৩০৫-৩০৬)

তাই বিপদাপদও আসবে, পরীক্ষাও আসবে, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় হবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের, ইনশাআল্লাহ। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রবর্তিত ব্যবস্থাই সেই প্রকৃত ব্যবস্থা যার সাথে উন্নতি সম্পৃক্ত, পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তাও জড়িত। এই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিজয় সারা পৃথিবীতে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বিজয়ের সংবাদ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এটি খোদার রীতি, যখন থেকে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি সব সময় এই রীতিই প্রকাশ করে আসছেন যে, তিনি স্বীয় নবী এবং রসূলদের সাহায্য করে থাকেন। তাদেরকে বিজয় দান করেন, যেমনটি কি-না তিনি নিজেই বলেন যে, كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ (সূরা মুজাদেলা: ২২) আর বিজয় বলতে যা বোঝায়, তা হল নবী এবং রসূলদের যেমনটি অভিপ্রায় হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্‌র অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ যেন পৃথিবীতে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কেউ যেন তার মোকাবেলা করতে সক্ষম না হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা শক্তিশালী প্রমাণের মাধ্যমে তাদের সত্যতা প্রকাশ করেন আর যে সাধুতা তিনি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তার বীজ তাঁদের হাতেই বপন করেন। কিন্তু তাদের হাতে এর পূর্ণতা দান করেন না বরং এমন এক সময় তাদের মৃত্যু দেন যখন বাহ্যিকভাবে এক প্রকার অকৃতকার্যতাব্যঞ্জক ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং তিনি বিরোধীদেরকে হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করার সুযোগ দেন। এরপর খোদা তা'লা নিজ কুদরতে অপর হাত দেখান এবং এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সেসব উদ্দেশ্য, যার কোনটি অসম্পূর্ণ রয়েছিল, সেগুলি পূর্ণতা পায়। সংক্ষেপে, আল্লাহ্ তা'লা দু'প্রকার কুদরত এবং শক্তি প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির হাত প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়তঃ অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামাত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামাতের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদা তা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ নাগাদ ধৈর্য্য অবলম্বন করে তারা খোদা তা'লার এ 'মুজিযা' দেখতে পায়। হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল। যখন আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকালমৃত্যু মনে করা হয়েছিল; বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবারাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদা তা'লা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.) কে দাঁড় করিয়ে পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য মনে করেন। এমনভাবে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

এরপর এগারোর পাতায়....

জুমআর খুতবা

আমাদের জীবনের আরও একটি রমযানের আগমণ এবং আল্লাহ্ তা'লার এই বাণী যে, রমযান এই জন্য আসে যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী অনুসারে এই জামাতকে আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়া প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন- আমাদের উপর অধিক দায়িত্ব ন্যস্ত করে যে আমরা যেন সব সময় আত্ম-পর্যালোচনা করি। আল্লাহ্ তা"লা আমাদেরকে এই যে বিশেষ কৃপাময় দিনগুলি দিয়েছেন এগুলিতে আমরা যেন খোদা তা'লার অভিপ্রায় অনুসারে নিজেদের মধ্যে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারি এবং তাকওয়ার এমন উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত করতে পরি এবং এক্ষেত্রে ক্রমশঃ উন্নতি সাধন করি। আর এই ধারা যেন কেবল রমযান পর্যন্তই সীমিত না থাকে বরং এটিকে আমরা যেন নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

কুরআন মজীদ, আ-হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে রমযান মাসের আশিস ও কল্যাণ এবং এর উদ্দেশ্য, তাকওয়া অর্জন এবং এর মান অর্জন সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

মাননীয় খোয়াজা আহমদ হোসেন সাহেব দরবেশ কাদিয়ান-এর মৃত্যু। তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ২রা জুন , ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২ এহসান, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন। يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ (আল- বাকারা: ১৮৪) অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হল, যেরূপে পূর্ববর্তীদের উপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল।

এরপর হুযুর বলেন, আলহামদো লিল্লাহ্, আমাদের জীবনে আরও একটি রমযান মাস অতিক্রম করার সৌভাগ্য লাভ হচ্ছে। আঁ হযরত (সা.) একবার বলেন, যদি মানুষ রমযানের আশিস সম্পর্কে অবগত হত তবে আমার উম্মত বাসনা করত যে সারা বছরই যেন রমযান হয়। একথা শুনে এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লুহ্র নবী! রমযানের আশিস কি কি? তিনি (সা.) বলেন-নিঃসন্দেহে জান্নাতকে রমযানে জন্য বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাজানো হয়ে থাকে। ((মুআজামুল কাবীর, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৮-৩৮৯)

অনুরূপভাবে আরও একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যা হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন যে ব্যক্তি দৃঢ় ঈমান নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে রমযান মাসের রোযা রাখে তার পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সহী বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব সাওমু রমযান) আর যদি জেনে যাও যে রমযানে কি কি আশিস রয়েছে তবে তোমরা আকাঙ্খা করবে যেন সারা বছরই রমযান হয়।

অতএব রমযানের আশিস ও কল্যাণ কেবল একটি মাসের দিনগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এক বেলা পানাহার থেকে বিরত থাকার মধ্যে নেই বা কেবল এরই জন্য সারা বছর ব্যপি আল্লাহ তা'লার জান্নাতের প্রস্তুতি হয় না। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) অপর একটি হাদীসে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন যে, ঈমানের অবস্থায় এবং আত্মবিশ্লেষনের চেতনা নিয়ে রমযানের রোযা অতিবাহিত করলে তবেই এই মর্যাদা লাভ হয় আর এই অবস্থা যখন সৃষ্টি হবে তখনই পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করা হয় এবং মানুষ ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করে, আত্ম বিশ্লেষণ করে, নিজের দুর্বলতা ও কর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয়। হুকুকুল্লাহ এবং হুকুকুল ইবাদের দায়িত্ব পালনের প্রতি মনোযোগী হয়। নিজের কর্মবিধিকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করা চেষ্টা করে। তখনই পাপের ক্ষমা হয়। এটিই রমযানের রোযার উদ্দেশ্য যা আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি সেখানে বলা হয়েছে যে, তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, প্রতি বছর রমযান মাসটিকে নির্ধারণ করা হয়েছে এই কারণে যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তাকওয়া হল প্রত্যেকটি কাজ খোদার সন্তুষ্টি অনুসারে সম্পাদন করা, একমাত্র তখনই তোমরা রোযা থেকে আশিসমণ্ডিত হতে পারবে এবং শয়তানী আক্রমণসমূহ থেকে রক্ষা পাবে। যখন একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া সহকারে রোযা রাখবে তখন আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসবে আর যখন আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে এসে যাবে তখনই শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। নচেত শয়তান প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রেখেছে যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় থেকে সামান্য বেরিয়ে এলেই শয়তান তাকে ধরে ফেলবে। অতএব ঈমানে উন্নতি এবং আত্মবিশ্লেষণই মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে নিয়ে আসে। আর এটি তখনই সম্ভব যখন মানুষ তাকওয়ার পথে পরিচালিত হয়।

ঈমানে অবস্থা এবং এর মান, তাকওয়ার অবস্থা এবং এর মান কি এবং কি হওয়া উচিত এবং কিভাবে তা অর্জন হওয়া সম্ভব? এই সম্পর্কে আমাদের সঠিক পথ-প্রদর্শন সেই করতে পারে যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন। আর এটি আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ প্রাণদাস এবং যুগের ইমামের মাধ্যমেই জানা যায় যে, তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনিই ঈমানকে পুনরায় ধরাতলে ফিরিয়ে এনে হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি এবং তা প্রতিষ্ঠিত করার পথ বলে দিয়েছেন। অতএব আমরা দেখি যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী, বিভিন্ন মজলিসের কথপোকথন এবং তাঁর উপদেশবাণী সমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের পথ-প্রদর্শন করে।

যেরূপ হাদীসে পাওয়া যায়, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় আত্ম-বিশ্লেষণ সহকারে রোযা রাখে তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এটি কোন সাধারণ কথা নয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: ঈমানের অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদার পরিচয় লাভ হয়। তিনি বলেন, এক জটিল পর্যায় যা আমাদের অতিক্রম করতে হবে সেটি হল খোদাকে চেনা বা সনাক্ত করা। তাঁকে চিনতে হবে, এক্ষেত্রে যদি আমাদের কোন ক্রুটি, সংশয় বা ধোঁয়াশা থাকে তবে আমাদের ঈমান কখনোই উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হবে না। খোদাকে কি উপায়ে চিনব? এটি আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমাপরায়ণতার গুণের বিকাশের মাধ্যমে হবে। আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমাপরায়ণতার গুণটি যখন প্রকাশ পায় এবং করুণা ও শক্তিমত্তার বিকাশ ঘটে তখনই তাঁকে সনাক্ত করা যায়। আর এই অভিজ্ঞতা তখন লাভ হওয়া সম্ভব যখন খোদা তা'লার ইবাদত এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক অসাধারণ পর্যায়ে পৌঁছায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমাপরায়ণতা, করুণা ও শক্তিমত্তাকে যখন আমরা অনুভব করি তখন তা প্রবৃত্তির দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে এবং প্রবৃত্তির দুর্বলতা ঈমানের দুর্বলতার কারণে সৃষ্টি হয়। যদি ঈমান দুর্বল না হয়, আল্লাহ্ তা'লার উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তবে প্রবৃত্তির বাসনা তৈরী হয় না। তিনি বলেন-এই পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও ধন-সম্পদ মানুষের যতটা প্রিয়, পরকালের নেয়ামত ততটা প্রিয় নয়।

(আইয়ামুস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা:- ২৪৪-২৪৫ থেকে সংকলিত)

মানুষ কেবল মৌখিক দাবিই করে যে, পরকালের নেয়ামত তার কাছে প্রিয়। কেননা, যদি পরকালের নেয়ামতও ততটাই প্রিয় হত তবে তা অর্জন করার জন্য ততটাই চেষ্টা থাকত যতটা চেষ্টা জাগতিক সম্পদ অর্জনের করা হয়। বরং তার থেকে বেশি চেষ্টা করা হত। অতএব স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'লার শক্তিমত্তা, ক্ষমাপরায়ণতা এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির বিষয়ে সত্যিকার ঈমান নেই। এ বিষয়টি নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।

এই স্পষ্টীকরণের পরই একথা ভালভাবে অনুধাবন করা যাবে যে, ঈমান কোন সাধারণ বিষয় নয়। এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটি একটি বিরাট লক্ষ্য যা আমাদের পূর্ণ করতে দেওয়া হয়েছে। কেবল ত্রিশ দিনের রোযা রাখার বা রমযান মাস আসার জন্য প্রস্তুতি হয় না, না এর কোন গুরুত্ব আছে। এর গুরুত্ব তখনই বৃদ্ধি পায় যখন আমাদের এই যাবতীয় প্রচেষ্টা এই মাসের প্রশিক্ষণের ফলে পুরো বছরের কর্মে পর্যবসিত হয়। আঁ হযরত (সা.) আমাদের জীবনের কর্মপন্থাকে দুটি বাক্যে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আমরা ঈমানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রোযা রাখছি তাই আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে যেহেতু আঁ হযরত (সা.) একথা বলেছেন - কেবল এমন মৌখিক দাবিই যথেষ্ট নয়। আঁ হযরত (সা.) যখন বলেছেন যে, আত্ম-মন্থন করার মাধ্যমে রোযা রাখতে হবে, তখন এর দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে যে, নিজের ঈমানকে সেই কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে যা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক উন্নত করার এবং তাঁর আদেশাবলীকে মেনে চলার মাপকাঠি। আমরা এর উপর অনুশীলন করছি কি না সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

ঈমানের অবস্থা এবং তা সংশোধন করার পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন: " প্রকৃত বিষয় হল এই যে, খোদা তা'লার উপর ঈমান দুই প্রকারের। এক প্রকারের ঈমান হল মৌখিক বা বুলি-সর্বস্ব। কর্মের উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না।" (কেবল মৌখিক ঈমান। এমন ঈমান কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায় না।) "আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের দ্বিতীয় প্রকারটি হল এর সাথে কর্মগত সাক্ষী থাকা। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই দ্বিতীয় প্রকারের ঈমানটি সৃষ্টি না হয়, আমি বলতে পারি না যে, এমন ব্যক্তি খোদাকে বিশ্বাস করে। একথা আমার বোধগম্যের অতীত যে, একজন ব্যক্তি খোদা তা'লাকে বিশ্বাস করার পর পাপেও লিপ্ত হয়। পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষ প্রথম প্রকারের ন্যায় (খোদায়) বিশ্বাসী।"

তিনি বলেন: আমি জানি যে মানুষ খোদাকে বিশ্বাস করে বলে স্বীকার করে, কিন্তু আমি দেখছি যে, এই স্বীকারুক্তির পাশাপাশি তারা জগতের কলুষতা এবং পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত রয়েছে।" তিনি বলেন- " তবে কেন আল্লাহ্‌কে সাক্ষী মেনে তাঁর উপর ঈমানের সেই বৈশিষ্ট্য তৈরী হয় না!" তিনি বলেন-" দেখ! মানুষ এক অতি তুচ্ছ চামারকে সামনে দেখলেও তার কোন জিনিস হাতে তোলে না। তবে কেন মানুষ সেই খোদার বিরুদ্ধাচরণ এবং তার আদেশকে আমান্য করার দুঃসাহস দেখায় যাঁর অস্তিত্বকে সে স্বীকার করে? তিনি বলেন-" আমি একথা স্বীকার করি যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মৌখিকভাবে খোদার অস্তিত্বকে স্বীকার করে। কেউ তাঁকে পরমেশ্বর নামে ডাকে, কেউ গড কেউ বা অন্য কোন নামে। কিন্তু কর্মের দিক থেকে তাদের এই ঈমান এবং স্বীকারুক্তির পরীক্ষা নেওয়া হলে এবং তার ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করা হলে বলতে হবে যে, এটি কেবলই নিছক দাবী যার সাথে কোন কর্মগত সাক্ষী নেই।"

তিনি বলেন- " মানুষের প্রকৃতিতে এ বিষয় নিহিত আছে যে, সে যে বিষয়ের উপর বিশ্বাস আনে তার ক্ষতিকর দিক থেকে রক্ষা পেতে এবং তার (মঙ্গলকর) দিক থেকে লাভবান হতে চায়। দেখ! আর্সেনিক একটি বিষ। মানুষ যদি জানে এর সামান্য অংশও তাকে মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট তবে কখনো সে তা পান করার দুঃসাহস করে না। কেননা সে জানে যে, তা পান করা মৃত্যুর নামান্তর। তবে সে কেন খোদা তা'লাকে মানার পর সেই পরিণাম সৃষ্টি করে না যা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। " তিনি বলেন- " যদি আল্লাহ্‌র উপর আর্সেনিকের মতও ঈমান থাকে তবে তার আবেগ-অনুভুতি ও কামনা-বাসনার উপর মৃত্যু আসা স্বাভাবিক। কিন্তু এমনটি হয় না। বরং একথা বলতে হবে যে এটি নিছক মৌখিক দাবি। ঈমানকে দৃঢ় বিশ্বাসের রূপ দেওয়া হয় নি। এরা আত্ম-প্রবঞ্চনার শিকার।" (যদি ঈমান থাকে তবে তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। আর যেহেতু দৃঢ় বিশ্বাস নেই তাই এটি আত্ম-প্রবঞ্চনার নামান্তর) " আর যে ব্যক্তি খোদাকে মানার দাবী করে সে নিজেকে ধোঁকা দেয়। অতএব মানুষের প্রথম কর্তব্য হল,আল্লাহ্‌র প্রতি নিজের ঈমানকে যথাযথ করা অর্থাৎ নিজের কর্মপন্থা দ্বারা প্রমাণ করে দেখানো যে তার দ্বারা এমন কোন কাজ সম্পাদিত হয় না যা আল্লাহ্‌র মর্যাদা এবং আদেশাবলীর পরিপন্থী।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১২-৩১৩)

অতএব এটিই হল একজন মোমিনের আত্ম পর্যালোচনা করার পন্থা। রমযান মাসে একটি বিশেষ পুণ্যময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একে অপরের দেখাদেখিও ইবাদত ও অন্যান্য পুণ্যকর্মের দিকে মনোযোগ সৃষ্টি হয়। এমন একটি পরিবেশে ইবাদত ও পুণ্যকর্মের দিকে মনোযোগ দিয়ে, নিজেদের কর্মের দিকে দৃষ্টি দিয়ে খোদার সামনে নতজানু হয়ে পূর্বের পাপসমূহের ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং রমজানের ইবাদত এবং এর মধ্যে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহকে পরবর্তী জীবনের অংশ করে নেওয়া উচিত। এবং এই মাসে যে সকল পাপের ক্ষমা হয়েছে বা জান্নাতের দ্বার খোলা হয়েছে, চেষ্টা করা উচিত যেন এই দ্বার যেন চিরতরে উন্মুক্ত থাকে। এবং আল্লাহ্‌র সমীপে নতজানু হয়ে আমাদেরকে রমযান থেকে আশিসমণ্ডিত হওয়ার জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন তাঁর আশিস লাভে ধন্য হতে থাকি। এবং আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামনে রোযার যে উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ আমরা যেন তাকওয়া অর্জন করতে পারি। আমাদেরকে তাকওয়ারও সঠিক মান অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত।

তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বিভিন্নভাবে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। এ সম্পর্কেও আমি আপনাদের সামনে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। মানুষের ঈমানী অবস্থাও তখন উন্নতি করে যখন তাকওয়ায় উন্নতি হয়। অতএব যেরূপ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন আঁ হযরত (সা.) একথা বলেছেন যে, ঈমানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং আত্ম-পর্যালোচনা করার মাধ্যমে রমযান অতিবাহিত কর, তখন একথার অর্থ এটিই যে, তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটিয়ে, নিজেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অধীনে এনে এই দিনগুলি অতিবাহিত কর। এতে যদি সফলভাবে উত্তীর্ণ হও তবে তাকওয়া জীবনের স্থায়ী অংশ হয়ে দাঁড়াবে। মানুষ কেবল রমযান মাসেই নিজের কর্মগত দিকটির সংশোধন করবে না বরং এই পুণ্যের ধারা অব্যাহত থাকবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, কুরআন ও ইসলামের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল তাকওয়া সৃষ্টি করা। আমরা আজকে সেটিই দেখতে পাই না। রোযা রাখে, নামায পড়ে, কিন্তু তাকওয়া শূন্য হওয়ার কারণে এই নামায এবং রোযা-ই তাদেরকে পাপাচারিতে পরিণত করছে। আমরা দেখছি যে, ইসলামের নামে বর্তমানকালে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলছে। নীরিহ মানুষদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। এর কারণ হল তাকওয়া হারিয়ে গেছে। প্রতিদিন কোন না কোন ঘটনা অবশ্যই ঘটছে। আর এগুলি মুসলমানদের পক্ষ থেকে হচ্ছে। দু'দিন পূর্বেই আফগানিস্তানে অত্যন্ত নৃশংসভাবে শতাধিক মানুষকে হত্যা করা হল। এদের রমযান কি কোন উপকারে আসবে বা এরা কি রমযানের কোন কল্যাণ থেকে লাভবান হবে? অবশ্যই না। কেননা এরা আল্লাহ্ তা'লার আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী। এরা আল্লাহ্‌র তা'লার আদেশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এরা তাকওয়া থেকে দূরে আছে। এই কারণে এবং কুরআনী শিক্ষা অনুসারেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাকওয়া শূন্য নামাযও কোন উপকারে আসে না এবং এটি দোযখের চাবি। এটি দোযখের দিকেই নিয়ে যায়।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৪৮ থেকে সংকলিত)

অতএব রমযান এমন মানুষদের কিভাবে উপকারে আসতে পারে যাদের হৃদয় তাকওয়া শূন্য। যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নামে জুলুম করে তারা কখনও রমযানে আশিস লাভ করতে পারে না কেননা তারা আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির কবলে পড়বে।

অতএব এমন সময় যখন আমরা অত্যাচার ও বর্বরতার এমন সব ঘটনাবলী শুনি এবং দেখি তখন আহমদীদেরকে সব থেকে বেশি ইসতেগফার পাঠ করা উচিত। এবং আমাদেরকে যে এই অত্যাচারীদের থেকে পৃথক রেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন, সেই কারণে আল্লাহর প্রশংসাকীর্তন করা উচিত। আমাদের নিজের কর্মের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তা লাভের জন্য আকুল হওয়া উচিত। এই জন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে সেই পথ দেখিয়েছেন যে পথে আল্লাহ তা'লার সাক্ষাত লাভ হয়।

তিনি বলেন, ঈমানের মূল বা শেকড় হল তাকওয়া ও পবিত্রতা। তিনি বলেন এরই মাধ্যমে ঈমানের সূচনা হয় এবং ঈমান সিঞ্চিত হয় এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দমন হয়।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৪৩ থেকে সংকলিত)

অতএব তাঁর এই বাণী থেকে একথা আরও স্পষ্ট হয় যে, তাকওয়া ছাড়া ঈমান সৃষ্টি হতে পারে না। শুধু এটিই নয় যে, ঈমান তাকওয়ার মূল বরং ঈমানের সুরক্ষা এবং লালন-পালনও তাকওয়া ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। তাকওয়া থাকলে পুণ্যকর্ম সম্পাদিত হবে আর যদি পুণ্যকর্ম থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুসারে হয় তবে ঈমানেও উন্নতি ঘটবে। এর দ্বারা এটিও স্পষ্ট হল যে, রমযানে আশিস ও কল্যাণের সুমিষ্ট ফল তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। তাকওয়ায় উন্নতি হলে

ঈমানের ক্ষেত্রেও উন্নতি হবে, এবং আত্ম-পর্যালোচনার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আত্ম-পর্যালোচনার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হলে রিপুর কামনা-বাসনাও প্রশমিত হবে। যেরূপ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রিপুর কামনা-বাসনার প্রশমিত হওয়াই আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্যভাজন করে তোলে।

প্রকৃত তাকওয়ার বাস্তবতাকে আরও স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- " প্রকৃত তাকওয়া যার দ্বারা মানুষ বিধৌত হয়, পবিত্রতা লাভ করে এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে আম্বিয়াগণ আগমণ করেন তা ধরাতল থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিরল কোন ব্যক্তি আছে যে قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا (সূরা শামস: ১০) আয়াতের সত্যায়ন-স্থল হবে। পবিত্রতা বড় উত্তম বস্তু। মানুষ যদি পবিত্র হয় তবে ফেরেশতারা তার সঙ্গে করমর্দন করে। মানুষ এটিকে মূল্য দেয় না, নচেত তারা ভোগ-বিলাসের প্রতিটি সামগ্রী বৈধ পন্থায় অর্জন করত। (যদি মানুষের কাছে তাকওয়ার মূল্য থাকে জাগতিক ভোগ-বিলাসের প্রতিটি বস্তু অবৈধ পন্থায় অর্জন করার পরিবর্তে বৈধ পন্থায় অর্জন করত) তিনি বলেন- "চোর চুরি করে সম্পদ লাভের জন্য কিন্তু যদি সে ধৈর্য্য ধারণ করে তবে খোদা তা'লা তাকে অন্য কোন উপায়ে সম্পদ দিতে পারেন। অনুরূপভাবে ব্যাভিচারী কুকর্ম করে, কিন্তু যদি সে ধৈর্য্য ধারণ করে তবে আল্লাহ্ তা'লা ভিন্ন উপায়ে তার বাসনা পূর্ণ করতে পারেন যে পথে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন হয়।" তিনি বলেন- হাদীসে আছে যে, কোন চোর মোমিন থাকা অবস্থায় চুরি করে না বা কোন ব্যাভিচারী মোমিন থাকা অবস্থায় ব্যাভিচার করে না। " (যখন ঈমানের অবস্থা থাকে না তখনই এমন সব অপকর্ম সাধিত হয়) তিনি বলেন- "যেরূপে ভেড়ার সামনে যদি কোন বাঘ দাঁড়িয়ে থাকে তবে সে ঘাসও খেতে পারে না। মানুষের তো ভেড়ার মতও ঈমান নেই।"

যেহেতু মজলিসের উল্লেখ করা হচ্ছিল, মজলিসের কথা পত্রিকায় অন্যত্র এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেন- " হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যতক্ষণ মোমিন থাকে চোর চুরি করে না। এটি সত্য। ছাগলের সামনে যদি সিংহ দাঁড়িয়ে থাকে তবে সে বৈধ আহারও ভুলে বসে, অন্যায়ভাবে অন্য কারোর ক্ষেতে যাওয়া তো দূরের কথা। অনুরূপভাবে যদি খোদা তা'লার ভয় থাকে তবে পাপ করা সম্ভবই নয়। "

তিনি বলেন- " প্রকৃত উদ্দেশ্য হল তাকওয়া। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করেছে সে সব কিছু পেতে পারে। এটি ছাড়া ছোট এবং বড় গুনাহগুলি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।" তিনি বলেন- " জাগতিক প্রশাসনের বিধি-নিষেধ মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করতে পারে না। প্রশাসকরা যেহেতু সব সময় কাছে থাকে না তাই তাদের ভয়ও থাকে না। মানুষ নিজেকে একাকী জ্ঞান করে যার ফলে সে পাপ করে বসে। নচেৎ সে কখনও পাপ করত না। যখন সে নিজেকে একাকী মনে করে তখন সে নাস্তিক হয়ে যায়। " (যখন সে একাকী মনে করে তখন সেখানে এটি স্পষ্ট যে, সে মনে করে খোদা তাকে দেখছে না। অর্থাৎ তখন সে নাস্তিক থাকে) " এবং সে একথা মনে করে না যে, খোদা তার সঙ্গে আছেন। তিনি তাকে দেখছেন। নচেৎ যদি এর উপলবদ্ধি করত তবে কখনো পাপ করত না।" তিনি বলেন- " সমস্ত কিছু তাকওয়া থেকেই উৎসারিত।" (প্রত্যেকটি জিনিস তাকওয়ার উপরই নির্ভরশীল) " কুরআন এর মাধ্যমেই সূচনা করেছে। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর অর্থ তাকওয়াই। অর্থাৎ মানুষ যদি ভয়ের সাথে পুণ্যকর্ম করে কিন্তু সে পুণ্যকর্ম নিজের প্রতি আরোপিত করার ধৃষ্টতা দেখায় না বরং সেটিকে খোদার সাহায্য মনে করে এবং ভবিষ্যতে তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।" মানুষ ইয়াকানাবুদু বলে, অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি। মানুষ নিজে ইবাদত করে, পুণ্যকর্ম করে কিন্তু সেটিকে নিজের প্রতি আরোপিত করে না। তিনি বলেন- সে পুণ্যকর্ম করা সত্ত্বেও 'ইইয়াকানাসতাঈন' বলে অর্থাৎ এই ইবাদত তোমার সাহায্যের কারণেই সম্ভব হচ্ছে। তুমিই তৌফিক দান করছ, তাই ইবাদত হচ্ছে নচেৎ ইবাদত হওয়া সম্ভব নয়। এবং সে ভবিষ্যতের জন্যও সাহায্য প্রার্থনা করে। অর্থাৎ ভবিষ্যতেও তুমি আমাদেরকে ইবাদত করার তৌফিক দান কর। অতএব এটিই তাকওয়ার মান।

তিনি বলেন- " দ্বিতীয় সূরাটিও 'হুদাল্লিল মুত্তাকীন' দিয়ে শুরু হয়েছে।" তিনি বলেন- " নামায,রোযা, যাকাত ও অন্যান্য ইবাদতসমূহ তখনই গৃহীত হয় যখন মানুষ মুত্তাকী বা খোদা-ভীরু হয়। " (অতএব তাকওয়া থাকলে এগুলি কবুল হবে। তাকওয়া না থাকলে এগুলি গ্রহণযোগ্য হবে না।) তিনি বলেন- "সেই সময় খোদা তা'লা মানুষকে পাপে প্ররোচনা দানকারী সমস্ত বিষয়কে উঠিয়ে নেন। স্ত্রীর প্রয়োজন হলে স্ত্রী দান করেন। ওষুধের প্রয়োজন হলে ওষুধ দান করেন। যে জিনিসের প্রয়োজন দেখা দেয় সেটিই তিনি দান করেন এবং এমন স্থান থেকে তার জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেন যে সে বুঝেও উঠতে পারে না। "

তিনি বলেন- " কুরআন শরীফের আরও একটি আয়াতে আছে - إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا (হা-মিম সিজদা: ৩১) তিনি বলেন- " এর অর্থও মুত্তাকী। (অর্থাৎ যারা বলে আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, অতঃপর স্থায়ীরূপে এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হল যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক। তিনিই আমাদের যাবতীয় চাহিদা পুরণকারী। তিনিই পালনকর্তা। তাদের উপর ফেরেশতরা অবতীর্ণ হবে এবং বলবে তোমরা ভীত হয়ো না এবং তোমাদের পূর্ববর্তী কমৃসমূহের বিষয়েও ভীত হয়ো না। কেননা এখন তোমরা অবশেষে তাকওয়া অবলম্বন করেছ।) তিনি বলেন- "এরও অর্থ তাকওয়া। 'সুম্মাস্তাকামু'- তাদের উপর বিপদাপদ ও দুযোর্গের পাহাড় নেমে এসেছে কিন্তু তারা যে একটি অঙ্গিকার করেছিল তা থেকে সরে আসে নি। " (খোদা তা'লার সঙ্গে অবিচল থাকার অঙ্গিকার করেছিল। এমনটি নয় যে, বছরে একবার করে যখন রমযান আসবে তখন পুণ্য কর্ম সম্পাদন হবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করা হবে এবং এই একটি মাসেই জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। পুণ্যকর্মে অবিচলতার শর্ত প্রযোজ্য।) তিনি বলেন- " অতঃপর খোদা তা'লা বলেন যে, যখন তারা এমনটি করল এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্তা প্রদর্শন করল তখন তারা প্রতিদান রূপে পেল- تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ অর্থাৎ তাদের উপর ফেরেশতারা নাযেল হল এবং বলল দুঃখিত হয়ো না। আল্লাহ্ তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক। الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ (হা-মিম সিজদা: ৩১) এবং তাদেরকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দান করা হয়েছে।" তিনি বলেন- " এখানে এই জান্নাতের অর্থ হল ইহজাগতিক জান্নাত। (পরলৌকিক জান্নাত নয় বরং তাকওয়ার পথে চালিত ব্যক্তিদেরকে এই জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন।) " যেরূপ কুরআন মজীদে বলা হয়েছে- وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (আর রহমান: ৪৭) আরও বলা হয়েছে نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (হা মিম সিজদা: ৩১) ইহকাল ও পরকালে আমরা তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫১-২৫৩)

অতএব আল্লাহ্ তা'লা স্থায়ীভাবে পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। শুধু তাই নয়, বরং জাগতিক নেয়ামত দান করেন এবং পরলোকেও তাদের তত্ত্বাবধায়ক হন। আমাদের মধ্যে তারা কতই না সৌভাগবান যারা রমযানে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করার পর স্থায়ীভাবে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে এবং এমনই ভাবে সারা জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে।

তাকওয়া এবং অবিচলতা সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- "প্রথম দিকে প্রকৃত মুসলমানকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হয়। সাহাবাগণ এমন দিনও দেখেছেন যখন তাঁরা কেবল গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। অনেক সময় রুটির একটি টুকরো জোটে নি। কোন মানুষ কারোর উপকার করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা তা'লা মঙ্গল করেন। মানুষ যখন তাকওয়া অবলম্বন করে তখন খোদা তা'লা তার জন্য দরজা খুলে দেন। مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (আত-তালাক: ৩-৪) খোদা তা'লার সত্যিকার ঈমান আন। (তিনি বলেন প্রকৃত ঈমান আন। এই আয়াতে দু'টি অংশ। আয়াতের অনুবাদ হল যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করবেব আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য কোন না কোন পথ বের করবেন এবং তার জন্য সেখান থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করবেন। وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ - এমন স্থান থেকে তাকে রিযক দান করবেবন যার সম্পর্কে সে ধারণাও করতে পারে না) তিনি বলেন- " খোদার উপর সত্যিকার ঈমান আন। তাঁর থেকে সব কিছু অর্জিত হবে। অবিচলতা থাকা দরকার। আম্বিয়াগণ যে পদমর্যাদা লাভ করেছেন তা অবিচলতার কল্যাণেই প্রাপ্ত হয়েছেন।" তিনি বলেন- নিরস নামায ও রোযা দ্বারা কি লাভ হবে?" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৪) রমযান মাসে কেবল নাযায ও রোযার কর্তব্য পালন করলেই হয় না। যদি এর মধ্যে স্থায়ীত্ব থাকে তবে সমস্ত কিছু অর্জিত হবে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মুত্তাকী বানাতে চান যাতে তাঁর অশেষ কৃপারাজির দ্বার আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। আর আল্লাহ্ তা'লা রমযান মাসে বিশেষ করে নিজ কৃপার দ্বারা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

মুত্তাকী হওয়ার জন্য কেবল মন্দকর্ম থেকে বিরত হলেই চলবে না বরং পুণ্যকর্মও সাধন করতে হবে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করতে

গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- " মুত্তাকীর হওয়ার জন্য জরুরী হল বড় বড় পাপ যেমন - ব্যভিচার, চুরি, অপরের অধিকার আত্মসাৎ করা, লৌকিকতা করা, অপরকে হেয় জ্ঞান করা এবং কার্পণ্য ত্যাগের ক্ষেত্রে অবিচলতা লাভ করা। অতএব নিকৃষ্ট নৈতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ ত্যাগ করে সেগুলির মোকাবেলায় উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করা। (এটি আবশ্যকীয় শর্ত) তিনি বলেন- " মানুষের প্রতি সদাচার ও সহানুভুতি প্রদর্শন করা, খোদার সাথে অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা রাখা, সেবার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় স্থান সন্ধান করা (এমন পুণ্যকর্ম করে যেন তা প্রশংসনীয় ও অসাধারণ মানের হয়। তাকওয়ার মান তখনই উন্নত হয় যখন নিঃস্বার্থ হয়ে অপরের প্রতি পুণ্য করা হয়। আল্লাহর অধিকারও প্রদান করা হয় এবং বান্দার অধিকারও প্রদান করা হয় এবং তা এমন উৎকৃষ্ট পর্যায়ে যেন প্রশংসনীয় হয়।) তিনি বলেন- " এই সব কারণে মানুষ মুত্তাকী বলে অভিহিত হয়। এবং যাদের মধ্যে এই গুণাবলী পূর্ণরূপে একত্রিত হয় তারাই হল প্রকৃত মুত্তাকী। (অর্থাৎ এক একটি গুণ যদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে থাকে তবে তাকে মুত্তাকী বলব না যতক্ষণ পর্যন্ত সমষ্টিগতভাবে সমস্ত গুণাবলী তার মধ্যে একত্রিত না হয়। আর এমন ব্যক্তির জন্যই لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ আয়াতটি প্রযোজ্য। এর পর তাদের আর কি-ই বা পাওয়ার থাকে। আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান। যেরূপ তিনি বলেন ' ওয়া হুয়া ইয়াতাওয়াল্লাস সালেহীন' (আল-আরাফ: ১৯৭) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের হাত হয়ে যান যারা দ্বারা তাররকাজ করে। তাদের চোখ হয়ে যান যার দ্বারা তারা দেখে। তাদের কান হয়ে যান যার দ্বারা তারা শোনে এবং তাদের পা হয়ে যান যার দ্বারা তারা চলে। আর একটি হাদীসে আছে , যে আমার বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করে তাকে তিনি বলেন আমার সঙ্গে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হও। আরও একস্থানে বলেন যখন কেউ খোদার বন্ধুর উপর আক্রমণ করে তখন খোদা তার উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করে যেভাবে এক বাঘিনী আক্রমণ করে যখন কেউ তার শাবকদের কেড়ে নিতে আসে।"

(মালফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০০-৪০১)

অতঃপর তাকওয়ার গুরুত্ব এবং নিজের প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন- " আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে কারণে প্রেরণ করেছেন তা হল তাকওয়ার ক্ষেত্রে শূন্যতা বিরাজ করছে। তাকওয়া থাকা আবশ্যক। তরবারী হাতে নিও না। এটি অবৈধ। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বনকারী হও তবে গোটা পৃথিবী তোমার সঙ্গে থাকবে। অতএব তাকওয়া সৃষ্টি কর। যারা মদ্যপান করে বা যাদের ধর্মে মদকে শিষ্টাচারের অপরিহার্য অংশ বলে গণ্য করা হয় তাদের সঙ্গে তাকওয়ার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তারা পুণ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের জামাতকে এমন সৌভাগ্য প্রদান করেন যাতে তারা মন্দকর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করে। এটিই বড় সফলতা, এর থেকে কার্যকরী বস্তু কিছুই নাই। তিনি বলেন- বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখ যে, প্রকৃত উদ্দেশ্য তাকওয়া বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং জাগতিক প্রয়োজানাদিকে খোদার স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত খোদা পর্দার অন্তরালে চলে গেছেন এবং সত্য খোদার অবমাননা করা হচ্ছে। কিন্তু খোদার অভিপ্রায় হল, তাকে যেন নিজে থেকেই সনাক্ত করা হয় এবং জগত তাঁর সম্পর্কে পরিচত হয়। যারা জগতকে খোদা জ্ঞান করে তাদের উপর আস্থা রাখা যায় না। "

(মালফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৫৭-৩৫৮)

এরপর তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন- ' যারা চায় কেবল বয়াত করেই খোদার শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত। তারা আত্ম-প্রবঞ্চনার শিকার। দেখ! ডাক্তার যে মাত্রায় রুগীকে ওষধ পান করাতে চান যাদ সেই মাত্রায় না পান করানো হয় তবে আরোগ্যলাভের আশা করা অর্থহীন। .... অতএব এতটা পবিত্রতা ও তাকওয়া অর্জন কর যা খোদার ক্রোধভাজন হওয়া থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যাবর্তনকারীদের উপ কৃপা করেন কেননা যদি এমনটি না হত তবে পৃথিবীতে অন্ধকার বিরাজ করত। মানুষ যখন মুত্তাকী হয় আল্লাহ্ তা'লা তার এবং অপরের মাঝে পার্থক্য রেখে দেন। "

তিনি বলেন- আমাদের জামাতের ভীত হওয়া উচিত। যেরূপ খোদার অভিপ্রায় যদি সেইরূপ তাকওয়া কারোর মধ্যে থাকে তবে তাকে রক্ষা করা হবে। তিনি বলেন এই জামাতকে খোদা তা'লা তাকওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কেননা তাকওয়ার ক্ষেত্রে চরম শূন্যতার বিরাজ করছে।"

(মালফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬১-৩৬৩)

অতএব আমাদের জীবনের আরও একটি রমযানের আগমণ এবং আল্লাহ্ তা'লার এই বাণী যে, রমযান এই জন্য আসে যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী অনুসারে এই জামাতকে আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়া প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন- আমাদের উপর অধিক দায়িত্ব ন্যস্ত করে যে আমরা যেন সব সময় আত্ম-পর্যালোচনা করি। আল্লাহ্ তা"লা আমাদেরকে এই যে বিশেষ কৃপাময় দিনগুলি দিয়েছেন এগুলিতে আমরা যেন খোদা তা'লার অভিপ্রায় অনুসারে নিজেদের মধ্যে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারি এবং তাকওয়ার এমন উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত করতে পরি এবং এক্ষেত্রে ক্রমশঃ উন্নতি সাধন করি। আর এই ধারা যেন কেবল রমযান পর্যন্তই সীমিত না থাকে বরং এটিকে আমরা যেন নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর একটি জানাযা গায়েব পড়াব যেটি হল মুকাররম খোয়াজা আহমদ হোসেন সাহেব দরবেশের, যিনি মহম্মদ হোসেন সাহেবের পুত্র। ৩১ শে মে ২০১৭ তরিখে ৯২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ১৯২৬ সালে কাদিয়ান সংলগ্ন শিখোয়াঁ গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নানা হযরত মিয়াঁ ইমাম দ্বীন সাহেব এবং তাঁর দুই ভাই মিয়াঁ জামাল দ্বীন ও মিয়াঁ খাইর দ্বীন সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবা ছিলেন। খোয়াজা আহমদ হোসেন সাহেবের শৈশব কাল অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। ৯ বছর বয়সে তিনি নিজ পরিবারসহ কাদিয়ানে এসে বসতি স্থাপন করেন। পরিস্থিতির কারণে শিক্ষার্জন করতে পারেন নি। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ছিল। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রথমে কুরআন করীম পাঠ করা শেখেন এরপর কাদিয়ানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর মজলিসে ইরফানে অংশ গ্রহণ করতেন এবং সেখানেই তিনি নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন। দেশ বিভাজনের সময় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পিতা-মাতার পরামর্শে কাদিয়ানে বসবাস করতে সম্মত হন এবং দরবেশী জীবন অবলম্বন করেন। যেখানে জামাতের উপর এমন এক সময় উপস্থিত হয়েছে যখন যে, দরবেশদেরকে ভাতা দেওয়ার জন্য আঞ্জুমানের কাছে অর্থ ছিল না। প্রাচুর্যের অভাব প্রকট ছিল। তখন কয়েকজন শিল্পকুশল দরবেশদেরকে বাইরে গিয়ে উপার্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি দর্জির কাজ জানতেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে অবস্থানকালে নিজেই উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এরপর কাদিয়ান ফিরে আসেন এবং কাদিয়ানের বিভিন্ন দফতরে তিনি খিদমতের সুযোগ পান। ১৯৮৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। জামাতী খিদমতের পাশাপাশি তিনি কাদিয়ানে মসজিদ মুবারকের গেটের বাইরে একটি দুকানে সেলাইয়ের কাজ করতেন। নামাযে নিয়মানুবতী ও তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন। তিনি নীরব প্রকৃতির ও অত্যন্ত সদাচারী ছিলেন।

২০০৫ সালে এখানে যুক্তরাজ্যের জলসায় তিনি অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি থেকে খিলাফতে খামসা পর্যন্ত চারটি খিলাফত কাল দেখার তাঁর সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। তিনি সব সময় নিজের কাজে নিজেই করতেন। সন্তান-সন্ততিকে সব সময় খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। তাঁর প্রথম বিবাহ আত্মীয়দের মধ্যেই হয়েছিল। কেননা জামাতের পক্ষ থেকে মহিলাদেরকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ ছিল। তাঁর মা যেহেতু অ-আহমদী ছিলেন তাই তাঁর পক্ষ থেকে কোন সহযোগীতা পান নি। মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৩ সালে তিনি হায়দ্রাবাদের হামীদা বেগম নামে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁর থেকে চার কন্যা ও এবং এক পুত্র আছে। তাঁর পুত্র খোয়াজা বশীর আহমদ সাহেব তালিমুল ইসলাম হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে সেবারত আছেন। তাঁর এক কন্যা সেলিমা কমর সাহেবা নাসির আহমদ কমর সাহেবের স্ত্রী যিনি লন্ডনেরর এডিশিনাল ওকিল ইশায়াত। অনুরূপভাবে তাঁর এক জামাতা হাফীয ভট্টী সাহেব কাদিয়ানে জামাতের খিদমত করছেন।

তাঁর কন্যা, নাসীর কমর সাহেবের স্ত্রী বলেন, তিনি অসখ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। দোয়ায় জোর দিতেন, সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খিলাফতের গভীর অনুরাগী ছিলেন এবং অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমি বিয়ের পর রাবোয়া গিয়ে বিমর্ষ হয়ে যাই। তিনি বলেন দুঃখিত হওয়ার দরকার নেই। তুমি তো ভাগ্যবতী যে প্রতি জুমায় খলীফাতুল মসীহ খুতবা সরাসরি শুনতে পাবে। সব সময় মসজিদের দিকে মনোযোগ থাকত যে কখন নামাযের সময় হবে আর তিনি সেখানে গিয়ে নামায পড়বেন। কয়েক বছর পূর্বে স্ট্রোক হয়েছিল যার কারণে মসজিদে যেতে পারতেন না। সব সময় দোয়া করতেন আর লোকদেরকে বলতেন আমার জন্য দোয়া কর আল্লাহ্ আমার পায়ে যেন এতটা শক্তি দেন যে আমি মসজিদে যেতে পারি। আরও অনেক পুণ্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা

প্রথম খুতবার শেষাংশ....

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (সূরা নূর: ৫৬) রক্ষা করেন। অর্থাৎ ভয়-ভীতির পরিস্থিতির পর আমরা তাদেরকে দৃঢ়তা দান করব।”(আল-ওসীয়ত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ৩০৪-৩০৫)

খোদার এটি অনেক বড় এহসান এবং অনুগ্রহ যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর জামা’ত দোদুল্যমান হয়, কিন্ত আল্লাহ্ তা’লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মাধ্যমে জামা’তকে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্বের অবস্থায় বহাল করেন। কারো মাথায় কোন মন্দ অভিপ্রায় থাকলে সে স্বল্পতম সময়ে ধরা পড়ে। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ইন্তেকালের পর জামা’ত পুনরায় এক বিরাট ধাক্কা খায়। কতক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব বয়আত থেকে বেরিয়ে যায়, খেলাফতকে অস্বীকার করে বসে। কঠিন পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। এটি এক দীর্ঘ কাহিনী, কিন্ত শেষ পরিণাম কি দাঁড়িয়েছে? খেলাফত সাফল্য লাভ করে আর সফলতার পথে এগিয়ে যেতে থাকে। একের পর এক মাইল ফলক অতিক্রম করে গেছে। তৃতীয় খেলাফতের বিষয়েও যেভাবে পূর্বেই বলেছি। কঠিন যুগ আসে, কিন্ত তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা’লা কৃপা করেছেন। সরকারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ছিল কিন্ত জামা’তের উন্নতির পথে কোন বাধা দাঁড়াতে পারে নি। ৪র্থ খেলাফতের যুগে পাকিস্তান সরকার আরো কঠোরতা প্রদর্শন করে। সেই পরীক্ষার সময়েও আল্লাহ্ তা’লা প্রশান্তির ব্যবস্থা নিয়েছেন। জামা’ত উন্নতির নিত্য নতুন মাইল ফলক অতিক্রম করে গেছে এবং তবলীগের নতুন নতুন পথ উন্মোচিত হয়েছে। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীতে তবলীগ হতে থাকে। পঞ্চম খেলাফতের যুগেও সেই নিত্যনতুন পথ আরো প্রশস্ত হয়। জামা’তের বাণী হাজার বরং লক্ষ থেকে বেরিয়ে কোটিতে পৌঁছে যায়। একটি বা দু’টি দেশের পরিবর্তে পৃথিবীর অনেক দেশে এখন বিরোধিতা আরম্ভ হয়ে গেছে, এটিই আহমদীয়াতের সত্যতার প্রমাণ। এটিই উন্নতির লক্ষণ। আহমদীয়াত থেকে মানুষকে সরিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা হচ্ছে কিন্ত আল্লাহ্ তা’লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে উন্নতির পথ ক্রমশ প্রশস্ত করছেন। আর এসব কিছু থেকে এটিই প্রকাশ পায় যে, সাময়িক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইসলামের বিজয় ইনশাআল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর সূচীত খেলাফত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হবে। বিরোধিরা যতই চেষ্টা করুক তাদের অদৃষ্টে কেবলই ব্যর্থতা রয়েছে। আল্লাহ্ তা’লা সবাইকে ঈমানে দৃঢ়তা লাভের তৌফিক দিন এবং সৎকর্মের তৌফিক দান করুন, সব আহমদীর ইবাদতের মান ক্রমোন্নত হোক। আমি এই দোয়াই করি যেন আমরা এই উন্নতির স্থায়ী অংশ হতে পারি।

নামাযের পর একটি জানাযা হাজের পড়াব। এটি চৌধুরী মোহাম্মদ সোলেমান আখতার সাহেব-এর পুত্র চৌধুরী হামীদ আহমদ সাহেবের জানাযা। গত ৭/৮ বছর থেকে এখানে বসবাস করছিলেন। ২০১৭ সনের ২০ মে ৪২ বছর বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলা বক্স সাহেবের প্রৌপুত্র ছিলেন। তিনি তার পরিবারের সাথে ১৯৯০ সালে জার্মানিতে হিজরত করে আসেন। সেখানেও জামা’তি কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। স্থানীয় সেক্রেটারী তবলীগ, মজলিসের কায়েদ, মোতামাদ হিসেবেও কাজ করেছেন। আঞ্চলিক এমারতের সেক্রেটারী উমরে আমা হিসেবেও কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। খোদ্দামুল আহমদীয়া জার্মানি ছাড়াও স্থানীয় এমারতে তিনি দায়িত্ব পালনের তৌফিক পেয়েছেন। বসনিয়ার জলসায় জার্মানির প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। খেলা-ধুলাও র প্রতিও তার বড় উৎসাহ ছিল। অত্যন্ত উদ্যমের সাথে তবলীগি স্টল লাগাতেন। কোন সাথী না পেলে একাই তবলীগি স্টলের ব্যবস্থা নিতেন। ২০০৯ সনে জার্মানি থেকে যুক্তরাজ্যে আসেন। আর এখানে আঞ্চলিক নাযেম আতফাল হিসেবে কাজ করেছেন এবং মজলিসগুলোর উল্লেখযোগ্য স্থানও অর্জন করেছেন। মজলিসের অর্থাৎ আতফালদের অনেক উন্নতি হয়েছে তার যুগে। তবলিগের প্রতি গভীর আগ্রহ রাখতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহর বিভিন্ন পদে তিনি সেবারত থাকার তৌফিক পেয়েছেন। প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে স্থায়ীভাবে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করতেন। চিঠি-পত্রের উত্তর দেওয়ায় ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতেন। এছাড়া নিরাপত্তার দায়িত্বও পালন করতেন খাদেম হিসেবে বরং আমি অনেক সময় মনে করতাম ইনি হয়তো কোন কাজই করেন না, সারা দিন এখানেই মসজিদের পাশেই পড়ে থাকেন কিন্ত তিনি নিজের কাজও করতেন আবার সময় বের করে ঘন্টার পর ঘন্টা প্রাইভেট সেক্টেটারী অফিসে কাজ করতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার ডিউটিও পালন করতেন। মুসী ছিলেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে এক মেয়ে, চার পুত্র এবং স্ত্রী রেখে গেছেন। তার পিতা জীবিত আছেন, তার ভাইও আছেন। তার পিতা সোলেমান আখতার সাহেব লিখেন, আমার ছেলে খুবই অনুগত ছিল। আশৈশব জামা’তী কাজে গভীর আগ্রহ রাখত। সব সময় তার হৃদয়ে ধর্মের সেবার গভীর প্রেরণা ও চেতনা বিরাজ করত। খেদমতের কোন সুযোগ পেলেই সেটিকে কাজে লাগাত, ছেলেদের নামাযের জন্য মসজিদে নিয়ে আসত, এমনকি অসুস্থতার সময়েও, স্বাস্থ্য কিছুটা ভাল হলেই এ রীতির অনুসরণ করতেন। বড় দৃঢ়তার সাথে রোগের মোকাবেলা করেন, ঘরে বসেও সেক্রেটারী ওয়াকফে নও হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তার স্ত্রীও এটি লিখেছেন যে, সন্তানদের সাথে বন্ধুর মত সম্পর্ক ছিল। তাদের তরবিয়তের প্রতি সদা সচেতন থাকতেন। আমাদের ১৫ বছরের দাম্পত্য জীবনে আজ পর্যন্ত তিনি কখনও উচ্চস্বরে কথা বলেন নি।

যুক্তরাজ্যের মোহতামীম মোকামী লিখেন যে, আহমদীয়া খেলাফতের এবং জামা’তের ব্যবস্থাপনার সাথে তিনি পাগলের মত ভালোবাসা রাখতেন। জামা’তি স্বার্থকে সব সময় প্রাধান্য দিতেন। অসুস্থতার কারণে দুই-তিনবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, স্বাস্থ্য একটু ভাল হলেই তাৎক্ষণিকভাবে কাজে ফিরে আসতেন। অনেক সময় বোঝাও যেত না যে, তিনি অসুস্থ। অসুস্থতার শেষ দিনগুলোতে তার আক্ষেপ এটিই ছিল যে, মসজিদে গিয়ে আমি নামাজ পড়তে পারি না! তার এক বন্ধু লিখেন, আমার সাথে ট্যাক্সি চালাতেন। ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে তিনি আমার সামনে ছিলেন। আমি ছিলাম তার পিছনে, নামাযের সময় হলে তিনি চলে যান নামাজ পড়ার জন্য, আমি সওয়ারীর অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্ত তিনি নামায পড়ে ফিরে আসেন আর এরপর তিনিই সওয়ারী পান। তো এটি থেকে আমি এই শিক্ষাই পেয়েছি যে, জাগতিক কাজ-কর্মকে যদি ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের জন্য উপেক্ষা করতেও হয় তাও করা উচিত। ইবাদতের যে দায়িত্ব সেটি অবশ্যই পালন করা উচিত। তিনি এ দৃষ্টিকোণ থেকে সাথী সঙ্গীদের এভাবে নীরব তরবিয়তও করতেন।

সকলের উপকারে করা ছিল তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তার এক বন্ধু লিখেন যে, রাতের দুটোর সময় যদি কোন কাজ থাকত তাৎক্ষণিকভাবে বলতেন যে, আমি করে দিব। আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব লিখেন যে, তবলীগি স্টলে রীতিমত যেতেন আর হাসি মুখে সালাম করে নিজের দায়িত্ব পালন করতেন। আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব আরও বলছেন, একবার তার কোন বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করি যে,তিনি কেমন আছেন? তিনি বলেন যে, আজকে তার স্বাস্থ্য একটু ভাল ছিল, তাই তবলীগের জন্য বেরিয়ে গেছেন। আল্লাহ তা’লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, মাগফিরাত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততিকে পুণ্যবান করুক এবং খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

আমি যেভাবে বলেছি, নামাযের পর জানাযা হাজের হবে। আমি বাইরে গিয়ে জানাযা পড়াব আর আপনারা এখানে মসজিদেই সারি বদ্ধ থাকবেন।

****

দ্বিতীয় খুতবার শেষাংশ....

তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন। দারিদ্রতাও সত্বেও তিনি মেয়েদেরকে পড়িয়েছেন এবং স্নাতক করিয়েছেন। তার ছেলেও বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স করেছেন। তিনি তালিমুল ইসলাম হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক। আল্লাহ্ তা’লা তাঁর সন্তান-সন্ততি ও বংশধরকে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখুন এবং তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁর বংশধররা যেন সেই ত্যাগ স্মরণ রেখে জামাতের সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করেন।

একের পাতার পর....

যাহারা মিথ্যা স্বপ্ন রচনা করে এবং খোদা তা’লাার সহিত বাক্যালাপের মিথ্যা দাবী করে। এইরূপ ব্যক্তি যেন খোদা আছেন বলিয়া মনে করে না। ফলে খোদা তা’লার কঠোর শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিবে। তাহাদিগের দুঃখের অবসান হইবে না।

সুতরাং তোমরা নিষ্ঠা, সততা, ধর্মভীতি ও ঐশীপ্রেমে উন্নতি কর এবং ইহাকেই জীবনের ব্রত মনে কর। তাহা হইলে খোদা তা’লা তোমাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা করেন, আপন বাক্যালাপের মর্যাদাও দান করিবেন। এইরূপ বাক্যালাপের আকাঙ্খাও তোমাদের পোষণ করা উচিত নহে, কেননা প্রবৃত্তির এইরূপ কামনার দরুন শয়তানী প্ররোচনা আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে যাহার ফলে অনেকে ধ্বংস হয়। অতএব তোমরা ধর্ম-সেবা ও উপাসনায় রত থাক। তোমাদের সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা ইহাতেই নিয়োজিত করা উচিত যাহাতে তোমরা খোদা তা’লার সমুদয় আদেশ সুষ্ঠভাবে পালন করিতে পার, এবং নাজাত লাভের উদ্দেশ্যে ঈমানের উন্নতির জন্য প্রার্থনা কর, ইলহাম দেখাইবার উদ্দেশ্যে নহে।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ২৫-২৮)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 2 Thursday, 6th July, 2017 Issue No. 27

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

দুইয়ের পাতার পর....

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

.অর্থাৎ- **"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আমানত সমূহ এর যোগ্য ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করার আদেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা যখন শাসন কাজ পরিচালনা কর তোমরা মানুষের মাঝে ন্যায়-পরায়ণতার সাথে শাসন করবে। নিশ্চয় আল্লাহর উপদেশ কতই চমৎকার! আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বশ্রোতা (ও) সর্ব দ্রষ্টা।"** (সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯)

অতএব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত যে কোন নির্বাচন প্রক্রিয়া অবশ্যই বিশ্বাস , সততা ও ন্যায় পরায়নতার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিৎ। ভোটার হল একজন রক্ষক এবং সর্বশক্তিমান খোদার কাছে তাকে জবাব দিহি করতে হবে। অতএব ভোট তাদেরকেই দেওয়া উচিৎ যারা সবথেকে বেশি দায়িত্বান ও সেই পদের জন্য যোগ্য। অতএব সে যেন এই বিশ্বাসের মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন না করে। এছাড়া লক্ষনীয় বিষয় হল, উল্লেখিত অয়াতটি একথা বলে না যে, মুসলিমদের কেবল মুসলিমদের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিৎ। বরং মুসলিমদের উচিৎ তারা যেন ধর্মীয় মত পার্থক্যের উর্দ্ধে এমন ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে যে সেই কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

এটাই যদি বাস্তব হয় , তবে সবথেকে সুস্পষ্ট প্রশ্নটি হল উদার ও অপরের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে দোষ মুক্ত ইসলামিক গণতন্ত্রগুলির সংখ্যা এত নগণ্য কেন? The Economist - এ প্রবন্ধটি বর্ণনা করেছে যে,Freedom House এর মত সংগঠনগুলি যারা বিশ্বব্যপি গণতন্ত্রগুলিকে নিরীক্ষণ করে,তাদের মতে, মাত্র তিনটিই এমন দেশ রয়েছে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যা গরিষ্ট এবং রাজনৈতিক উদারতা উপভোগ করে।

এই মুসলিম দেশগুলির যারা রাজনৈতিক উদারতা উপভোগ করে, আশ্চর্যজনকভাবেই ইন্দোনেশিয়াও তাদের একটি। আশ্চর্য জনক একারণেই যে এটা সেই দেশ যেখানে সম্প্রতি আহমদী জামাতের সদস্যদেরকে কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্যের জন্য নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়, কারণ তাদের ধর্ম বিশ্বাস দৃশ্যতঃ ইসলামের মূলধারার ব্যাখ্যার সাথে সদৃশপূর্ণ নয়। যদি বিষয়টিকে নিরপেক্ষভাবে নেওয়া যায়, তবে এমন ঘটনা পূর্ণরূপে সক্রিয় একটি গণতন্ত্রের গুণাবলীর সঙ্গে ইসলামের সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিন্তা করতে বাধ্য করবে। ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম হওয়ার অনন্য গুণের অধিকারী এবং এটা সমাজের সর্বত্র বিন্যস্ত রয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকারের শাসন পদ্ধতি প্রয়োজন, এই কারণে পবিত্র কুরান মজীদ বিবিধ প্রকারের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে। জামাতের চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রঃ) (১৯২৮-২০০৩) যেরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন।

"পবিত্র কুরআন অনুসারে জনগণের যে কোন শাসনব্যবস্থা যা তাদের কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রহণকরার স্বাধীনতা আছে। গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, গোষ্ঠী বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বীকৃত, তবে শর্ত হল, তারা যেন সেগুলিকে সমাজের চিরাচরিত ঐতিহ্যরূপে গ্রহণ করে। তথাপি গণতন্ত্রকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র কুরানে এ বিষয়ে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যদিও তা অবিকল পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ধাঁচে নয়।"

এখানে উল্লেখনীয় যে, সর্বোপরি জনগনের কতৃত্ব রয়েছে, শাসন ব্যবস্থা অনিবার্যরূপে গণতান্ত্রিক হওয়া আবশ্যক নয়,বরং জনসাধারণের সমর্থন ও অনুমোদন থাকা আবশ্যক। পবিত্র কুরান কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিন্দা করেনা। তথাপি গণতন্ত্রকে শাসন পদ্ধতির আদর্শরূপ হিসাবে অগ্রাধিকার অবশ্যই দেয়। তবে সমস্যাটি কোথায়? সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান সমূহকে কাজে লাগানো দরকার, যেরূপ প্রবন্ধটি উল্লেখ করেছে, এগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। সেই দিক থেকে, মুসলিম গনতন্ত্রের সমস্যাটি বিভিন্ন দেশেরও সমস্যা যেখানে সাক্ষরতা ও সম্পদ বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু আরও একটি সমস্যা বিষয়টিকে আরও জোরালো করে তুলছে। সেটা হল, মৌলভী ও মোল্লারা, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য , ধর্মীয় কর্তৃত্বের উপর একচেটিয়া অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের চেষ্টা ও উদ্দেশ্য তখনই সফল হয় যখন নাগরিকরা নিরক্ষর থাকে এবং কুরান ও হাদিস সম্পর্কীয় জ্ঞানের গভীরতা থাকে না। মির্যা তাহির আহমদ (রহঃ) লিখেছেনঃ-

" জনসাধারণ বিভ্রান্ত । আপনি আল্লাহতা'লা ও তাঁর রসুলের আদেশকে প্রাধান্য দিবেন না কি জনসাধারণকে পরিচালনা করার এবং নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে অধার্মিক ও ভয়হীন সমাজের হাতে ছেড়ে দিবেন?"

যেহেতু মুসলিম জনসাধারণ তাদের ধর্মকে ভালবাসে তাই তারা প্রশাসনের প্রতি সঠিক অবস্থান কি হওয়া দরকার এ বিষয়ে অনিশ্চয়তায় ভোগে। অপরদিকে মোল্লা ও মৌলভীরা এক্ষেত্রে কোন কাজেই আসতে পারে না।এর বিপরীতে তারা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে একটি 'আদর্শ' সূত্র আবিস্কার করেছেন।

উদারনীতি

ইসলামিক শাসন তন্ত্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল এই যে, সরকার অবশ্যই যাবতীয় বিষয় নিখুঁত ন্যায়পরায়নতার নীতি দ্বারা পরিচালনা করবে। যখন এমন নীতি কোন সমাজ দ্বারা অনুসৃত হয়, কেবল তখনই আমরা বলতে পারি যে, এটা প্রকৃতভাবেই জনসাধারনের সরকার, জনসাধারণের দ্বারা গঠিত সরকার ও জনসাধারণের নিমিত্তে সরকার "Government of the people, by the people, for the people"

ন্যায় পরায়ণতা ও সাম্যের নীতি যে কোন সমাজের অতি অপরিহার্য উপাদান এবং পবিত্র কুরান অসংখ্য স্থানে আমাদেরকে এই সকল মূল্যবোধকে যাবতীয় বিষয়ে রূপায়িত করায় কথা স্মরণ করায়।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল,উপরোক্ত আয়াতে মুসলিমদেরকে কেবল মুসলমানদের মধ্যে ন্যায় পরায়ণতার সঙ্গে চলার শিক্ষা দেয় না, বরং সমস্ত লোকেদের মাঝে ন্যায় পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করার নির্দেশ দেয়। এইরূপে, সামাজিক বিবিধতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মত গুণ গুলিকে কুরান তুলে ধরেছে। কিন্তু তারা ইসলামকে সন্দেহের চোখে দেখে তারা জিজ্ঞাসা করতে পারে, ন্যায় বিচারের নীতি কি? এই ইসলামী নীতি সর্বকালের জন্য? এতদাসত্বেও, এটাই প্রতিভাত হয় যে মানুষকে ন্যায় বিচার দেওয়ার অর্থই হবে জনসাধারনকে ইসলামী নীতি অনুসারে পরিচালিত করা।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

অর্থাৎ **"ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই।"**

(সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৭)

কাউকেই জোরপূর্বক তার অনিচ্ছা সত্বেও এমন ধর্মীয় অনুশাসন যার উপর তার বিশ্বাস নেই, মান্য করতে বাধ্য করা উচিৎ নয়।

(ক্রমশঃ)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir